বেহুলা
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

বেহুলা
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

বেহুলা

মঞ্চঃ নাটক

রচনাঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

১ম প্রকাশঃ উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি ১৯৯৯

২য় প্রকাশঃ ই বুক, ২০২১

প্রচ্ছদঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

ইবুক ডিজাইনঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

লেখক ঠিকানাঃ

fchd.bd@gmail.com

Face book: sultan Muhammad Razzak

Mobile: +8801712200667

মূল্যঃ ২০০/-

বেহুলা

-সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

চরিত্রঃ

মহাদেব

পার্বতী

নন্দী

ভৃঙ্গী

বিশ্বকর্মা

দীর্ঘরোমা

বেহুলা

লখিন্দর

১ম ভাই

২য় ভাই

৩য় ভাই

৪র্থ ভাই

৫ম ভাই

৬ষ্ঠ ভাই

চাঁদ সওদাগর

স্বর্ণরেখা

নারদ

স্বর্গ খন্ড

স্বর্গ উদ্যানে মহাদেব উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রের অবলোকনে ব্যস্ত। ঝরপাতা হাতে উৎকন্ঠিত পার্বতীর প্রবেশ।

পার্বতী॥ দেবতা, দেবতা, হিরম্ময় পারিজাত বৃক্ষে কি যে অসুখ। তাকিয়ে ছিলেম অনিমেষ এই সজীব পাতার দিকে - কেবলি হাত পা মেলতে শুরু করেছে শিরা উপশিরা, হঠাৎ হলুদ হলে– ঝরে গেল । আমার এতো কষ্ট লাগে কেন দেবতা?

মহাদেব॥ উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে গ্রহণ, কিশলয়ে হয়তো তার ভীত শংকিত আলো এসে পড়েছে-তাই ঝরে গেছে-

পার্বতী॥ না, না দেবতা হিরম্ময় বৃক্ষে অসুখ, ঝরাপত্র সন্ধিতে অন্তক্ষরণের দাগ– কার যেন কান্না শুনি-

মহাদেব॥ কাতর হয়েছ সামান্য বৃক্ষের মমতায়–তুমি দেবী, এ মানবিক কাতরতা তোমায় সাজেনা– সামান্য বৃক্ষ অশ্রুতে হৃদয় সিক্ত

হয়! ভুলে যাও কেন, মানবিক কাতরতায় স্বর্গ অশৌচ হয়- ।

পার্বতী॥ জানি, সব জানি দেবতা, তবু কেন যে বৃক্ষের প্রতি এত মমতা-

মহাদেব॥ তোমার হৃদয় নিস্তরঙ্গ জলাশয়; তাই কুটোর আঘাতেই মনে হয় ফেনিল তরঙ্গে বুঝি সব ভেসে গেল-

পার্বতী॥ হয়তোবা তাই-(পার্বতীর প্রস্থান। বিচলিত নন্দী প্রবেশ করে)

মহাদেব॥ কি সংবাদ নন্দী?

নন্দী॥ মনসার বুঝি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে প্রভু-

মহাদেব॥ কেন কি হয়েছে তার?

নন্দী॥ প্রলাপ বকতে বকতে ছুটে গেল স্বর্ণতোরণের দিকে- শুধু হাসছে-

মহাদেব॥ কি প্রলাপ বকছে–?

নন্দী॥ পৃথিবীর কারো প্রতি নাকি চরম প্রতিশোধ নিল-

মহাদেব॥ তুমি যাও স্বর্গীয় আশ্রমে, দেবর্ষি নারদকে বলো, আমি তাকে স্মরণ করেছি।

নন্দী॥ তথাস্তু প্রভূ -(প্রস্থান। পার্বতীর প্রবেশ)

পার্বতী॥ দেবতা-

মহাদেব॥ বল-

পার্বতী॥ চল স্বর্গীয় রথে চড়ে মর্ত্যের দিকে যাই, হৃদয় কেন যেন উদ্বেলিত।

মহাদেব॥ মর্ত্য কি তোমার এতই ভালো লাগে যে, বিষন্ন হৃদয়ে গেলে প্রসন্ন হয়ে ফিরবে-!

পার্বতী॥ পৃথিবী থেকে নক্ষত্র খচিত আকাশ দেখতে আমার ভালোলাগে। মনে আছে, একবার তোমার সাথেই বেড়াচ্ছিলাম-সেদিনের আকাশ ছিল চতুর্দশী চাঁদে ঝলমল। এক শুদ্রের বিয়ে দেখেছিলেম, জানো আমার মাঝেমাঝেই ইচ্ছে হয়– এই দেবীত্ব থেকে পালিয়ে যাই , কোন এক কিশোরী কন্যার পচনশীল দেহের মাঝে হারিয়ে যাই-জীবনের দুঃখ কষ্ট আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে-

মহাদেব॥ হা-হা-অথচ তুমিই, গঞ্জিকা সেবী বলে আমায় ধিক্কার দাও-

পার্বতী॥ সত্যি বলছি দেবতা, নারী জরায়ুর সুষ্টি সম্ভাবনায় আছে সুখ-

মহাদেব॥ তোমার দেহের কোষে কোষে ঘাস লতা পাতার গন্ধ জেগেছে, মুগ্ধকর তো নয়ই কেমন ভেজা স্যাঁৎসেঁতে–ঘৃণা হয়–বিশূদ্ধ হও

দেবী, গঞ্জিকার ধবল কুয়াশার মত দেহের আরাধনা করো-পবিত্র কর হৃদয়-

পার্বতী॥ আমার এই ভালো লাগা, এই সুখ দেখতে পারো না তুমি- আমি কি বুঝি না? তোমার কাছে সহানুভুতি-পাহাড় শ্রেণী বিলাপ ফিরিয়ে দেয় প্রতি ধ্বনিতে - কিন্তু এমন কোন কষ্ট নেই যা তোমার হৃদয় ছুঁতে সক্ষম-। (প্রস্থান। নারদের প্রবেশ)

নারদ॥ আমায় স্মরণ করেছেন মহাদেব?

মহাদেব॥ হ্যাঁ, আসুন দেবর্ষি-

নারদ॥ মনে হলো দেবী বড় রুষ্ট?

মহাদেব॥ উদ্বিগ্ন হৃদয়-।

নারদ॥ স্বর্গে উদ্বিগ্নতা?

মহাদেব॥ মনে আছে আপনার, একবার গঙ্গার জলে অবগাহনের সময় শিলাস্তুপে আমার জট আটকে ছিলো-

নারদ॥ মনে আছে-

মহাদেব॥ সেদিন সে শিলাস্তুপে আমার জটের ঘর্ষণে সৃষ্টি হয়েছিল কামবিদ্যুৎ

নারদ॥ জানি-

মহাদেব॥ সেই কাম বিদ্যুতে মুহূর্তে অধীর হয়েছিলাম আমি, আর তাতেই জন্ম নিলো কেয়া-

নারদ॥ আপনি মুগ্ধ হলেন সৃষ্টি দেখে, স্নেহস্পর্শ হাত বুলিয়ে দিলেন কেয়ার পাঁপড়িতে-

মহাদেব॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ , শিশুতোষ খেলা-

নারদ॥ সাজি ভরে নিয়ে এলেন সেগুলো –হয়তো দেবীকে উপহার দেবেন বলেই-

মহাদেব॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই-। দেবীর হাতে ফুলের সাজি তুলে দিয়ে আরাধনায় গিয়েছিলাম-ফিরে এসে দেখি, দেবী অচৈতন্যভাবে মাটিতে পড়ে আছে-নীল হয়ে গেছে সারা দেহ-।

নারদ॥ তারপর-?

মহাদেব॥ দেবীকে জাগ্রত করলাম-। বলল, কেয়া ফুলগুলি পাঁচজন কুমারী কন্যার রূপ ধরে, দেবীকে মা বলে ডাকলো এবং দাবী করলো আমিই তাদের পিতা। দেবী অস্বীকার করে বলল, আমিতো তোদের জঠরে ধরিনি, কোন অধিকারে আমায় মা' বলে ডাকিস-?

নারদ॥ তারপর, তারপর-?

মহাদেব॥ এই নিয়ে শুরু হলো বাকবিতন্ডা-ক্রোধে পাঁচ কন্যার একজন সর্পরূপ ধারণ করলো-করলো দেবীকে দংশন- ।

নারদ॥ বুঝেছি মহাদেব-বিষক্রিয়া। দেবীর কুয়ামা শুভ্র দেহে বিষ। ফলে স্বর্গেও আনন্দে আজ উদ্বিগ্নতা –

মহাদেব॥ হতে পারে, হতে পারে বিষক্রিয়া! কামনার উত্তুংগে যখন হৃদয় বিস্ড়ার করি মেঘের মত-তাকে ঝাপটে ধরে এক হয়ে যেতে চাই- তখন বিক্ষত হয় হৃদয় ঘাস লতাপাতা শেঁওলার গন্ধে। উঁ, ঘৃণায় চোখ বুঁজে আসে-

নারদ॥ পরমেশ্বর তার হৃদয়ে স্বর্গীয় সুবাস দিন-

মহাদেব॥ যাক-আপনাকে স্মরণ করেছি যে জন্যে - বলি, শুনুন-

নারদ॥ বলুন-

মহাদেব॥ উত্তর ফাল্গুনিতে গ্রহণ অবলোকন মুহূর্তে- হিরম্ময় বৃক্ষের কিশলয় ঝরেছে
-এদিকে মনসার প্রলাপে মনে হয় অনিষ্ট করেছে কিছু-আপনি মর্ত্যে গিয়ে বিস্ড়ারিত খোঁজ নিন-

নারদ॥ তথাস্তু-(প্রস্থানোদ্যত)

মহাদেব॥ আর হ্যাঁ দেবর্ষি-আপনি তো চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী-ভেবে দেখবেন, কি করে দেবীর হৃদয় থেকে বিষাক্ত বৃক্ষের মূলোৎপাটন করা যায়-

নারদ॥ আরাধনা কালে দেবীর ঔষধি সম্পর্কে ভেবে দেখবো-তবে এখন মর্ত্যের দিকেই যাত্রা শুরু করি-

মহাদেব॥ হ্যাঁ সবকিছুকেই জানতে হবে বিস্ড়ারিত... (প্রস্থান)

নারদ॥ বিষাক্ত কবিতা বৃক্ষের মূলোৎপাটন- হে-হে-হে -দেখি কি খেল খেলা যায়। চিকিৎসাটা জমবে ভালো। আমি নারদ, ব্রহ্মার মানস পুত্র। আদি সৃষ্টিতেই অভিশপ্ত হয়ে হয়েছি গন্ধর্ব চিনি আমি স্বর্গমর্ত্যের ধূপ ধুলি কণা। তাই এবারের খেলা হবে মর্ত্য থেকে স্বর্গ অবধি। শুধু আমি, আমিই উপভোগ করবো এ খেলা। নেহায়েত কৌতুক-নীরবে মন্দাকিনী দেখবে, দেখবে সোনালী গুল্মলতা-আনন্দ উপভোগ লতিয়ে লতিয়ে উঠবে-আমি তা দেখে শিহরিত হবো। এ দেহের কনায় কনায় সোনা চিক্ চিক্-মিঠে

সুর ভৈরবীর, আপনি বেজে বেজে উঠবে- আমি অনন্তকাল ধরে উপভোগ করবো-হে-হে-হে-যাই,যাই – মর্ত্যে যাই-সুপ্রিয় ঢেঁকি,নিয়ে চল পবনের তরঙ্গে, আনন্দের সন্ধানে...(প্রস্থান)(গ্‌ঞ্জিকায় আচ্ছন্ন মহাদেব প্রবেশ করে)

মহাদেব॥ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হোক স্বর্গ-আহ-গ্‌ঞ্জিকা কে জানে তোমার মমতার কথা। যেন তরঙ্গিত রম্ভার দেহ ভঙ্গী। আমার রুদ্র নাম মুছে যাক,মুছে যাক ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়- রম্ভা তুমি জাগো-ত্রিনয়নের কাঁচ পাথরের মেঝেতে জাগো রম্ভা। তোমার নুপুরের রোমাঞ্চিত হোক স্বর্গোদ্যান। সে নিক্কনে গন্ধর্বদের কণ্ঠে হঠাৎ আটকে যাক শিলা...তোমার নুপুরের ছন্দে আমিই গাইবো.. . কি গাইবো? চন্দ্রকোষ না বাগেশ্রী.. .(পার্বতীর প্রবেশ)

পাবর্তী॥ কার সাথে কথা বলো দেবতা-?

মহাদেব॥ (আচ্ছন্ন)-কে–মানসী রম্ভা-?

পার্বতী॥ রম্ভা নই আমি পার্বতী-

মহাদেব॥ ও-পার্বতী-অসময়ে-?

পার্বতী॥ পতির কাছে স্ত্রীর আসার সময় অসময় থাকে নাকি?

মহাদেব॥ থাকে বৈকি- আমি তো এখন তোমায় চাইনি-

পার্বতী॥ রম্ভা নটীকে চাও-চাও গঞ্জিকার ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি করে সে ধোঁয়ায় সাঁতার কাটতে–।

মহাবে॥ পার্বতী, গঞ্জিকার ধে াঁয়ায় আমার জটাজুট হারিয়ে গেলেও এই অর্ধচন্দ্র ঠিকই দীপ্যমান–যাও তুমি অসুস্থ।

পার্বতী॥ আমি সুস্থ থাকতাম, যদি এই অবিনশ্বর দেহটুকু না থাকতো। পচনশীল মানুষের অসুখ হয় দেহে–আর আমার অসুখ অবিনশ্বর দেহ বলেই-

মহাদেব॥ ক্লেদময় জীবনের প্রতি এতোই যদি তোমার লালসা, কেন তবে ‘উমা’ থেকে পার্বতী হলে- বেশ তো ছিলে হিমালয় আর মেনকার কন্যা-।

পার্বতী॥ ভুল করেছি, ভুল করেছি আমি। পিতা দক্ষরাজার যজ্ঞে,গঞ্জিকাসেবী পরনারী চোর লম্পট স্বামীর নিন্দা শুনে দেহ ত্যাগ করেছিলাম-এখন সেই ভালোবাসার প্রায়শ্চিত্ত

করছি দেবী হয়ে-ভালোবাসাহীন অবিনশ্বর দেহের অধিকারী হয়ে-

মহাদেব॥ আমার মধ্যে রুদ্র ভৈরবকে জাগিয়ে তুলোনা। তোমার সান্নিধ্য ভালে- গে না -ঘৃণা হয়। ঘৃণ্য মানুষের মতো শেঁওলা ধরা গন্ধ তোমার দেহ-

পার্বতী॥ স্বর্গীয় নটীদের গায়ে বুঝি গঞ্জিকার গন্ধ-

মহাদেব॥ পার্বতী, তোমার দেবীত্ব আমি দেবতা বলেই–

পার্বতী॥ আমি দেবীত্ব চাই, না, চাই তোমাকে, মানুষের মত অজস্র ভালোবাসায় জড়িয়ে থাকবে তোমার আমার সম্পর্ক। যেখানে গঞ্জিকা থাকবে না, থাকবে না রম্ভা মেনকা অপ্সরীর নৃত্য-দেবতা, আমি নাচবো, আমি নাচবো তোমার রাগিনীর সুরে-

মহাদেব॥ দূর হয়ে যাও আমার দৃষ্টি থেকে –অসহ্য, অসহ্য-

পার্বতী॥ বেশ চলে যাচ্ছি– তুমিই সুখে থাকো- (প্রস্থান)

মহাদেব॥ মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় তৃতীয় নয়নের অগ্নিবানে ভস্মীভূত করি, অভিসম্পাতে পাথর

বানিয়ে দেই। সামান্য নারী তুই কি ক্ষুধা মেটাতে পারিস; যে ক্ষুধার কাছে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড একতিল মাত্র-নন্দী- (নন্দীর প্রবেশ) রম্ভার জলসা ঘরে আয়োজন হোক। রম্ভাকে বল, তার খোঁপায় যেন মহুয়ার মালা থাকে। হাতে কণ্ঠে ঘাঘরির ঝালরে থাকবে মহুয়ার মালা। খুলে দিও দখিনের ঝরোকা, শন্ শন্ বাতাস ঢুকবে, মহুয়া মদালু গন্ধে স্বর্গীয় জলসা হবে মৌ মৌ- আমি যাবো সেখানে...(নন্দী যেতে উদ্যত হয়) শোন-পায়ের নূপুরগুলো নোতুন করে সংযোজন করতে বল, তার প্রতিটিই যেন মিঠে ঝংকার দেয়।- আর হ্যাঁ , স্বর্গীয় গন্ধর্বদের বীণার সোনালী তারে মৌ মোমের প্রলেপ দিতে বল-সুরের কম্পনে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে। পৃথিবীর আকাশ থেকে চাঁদ খুলে এনে রম্ভার খোঁপায় গুঁজে দিও- বিনোদ খোঁপায় স্নিগ্ধ চাঁদ... গাওয়া হবে চন্দ্রকোষ-সজ্জা শেষে খবর দিও-

নন্দী॥ তথাস্তু প্রভু-(প্রস্থান)

মহাদেব॥ গাওয়া হবে চন্দ্রকোষ, রম্ভার জলসায়। রুদ্র আমি, বোশেখী মেঘ, ভেতরে তুমুল ঝড়, ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে মুহূর্তে গ্রহ নক্ষত্র খসিয়ে। পরনারী চোর, গঞ্জিকাসেবী রুদ্র আমি, আমার পাশুপতে কম্পমান স্বর্গমর্ত্য দেবদেবী পিশাচের দল। হৃদয়ে আগুন, অশান্ত আগুন দাউ দাউ করে এ আগুন নেভে কি মন্দাকিনীর জলমন্থনে। হতে পারে রম্ভার নূপুর নিক্কনে –হতে পারে সে বেশ্যা, কিন্তু স্বর্গীয় বেশ্যা -দেবতার আর্শীবাদ পুষ্ট। ওদের লালিত্য অটুট-দিনে দিনে আরো হয় সুন্দর । ওরা পাপহীন-পাপের বাণ ওদের শরীর ছুঁলে, ক্ষতমুখে ঝরে পড়ে লবণ স্পর্শী জলৌকা হয়ে। কখনো অশৌচ হয়না ওদের দেহ– বরং দেবগণের আশীর্বাদে তারা হবে মানবকূলের পূজনীয়-(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী॥ রম্ভার জলসা সজ্জিত প্রভু-

মহাদেব॥ চমৎকার-

নন্দী॥ মুহূর্তে পৃথিবী থেকে আনা হয়েছে মহুয়ার মালা-

মহাদেব॥ বেশ-বেশ-

নন্দী॥ গন্ধর্বদের বীণার তার মোমের প্রলেপ দিয়ে তৈরী-

মহাদেব॥ বাহ্‌বা-

নন্দী॥ রম্ভার স্ফটিক চুলের খোঁপায় গোঁজা স্নিগ্ধ চাঁদের ঝিলিমিলি, আর চন্দন নির্যাসের পেলবে সোনালী ত্বকে শুক্লাম্বরী মসৃণতা-রম্ভা এখন আপনার প্রতিক্ষায় প্রভু-

মহাদেব॥ তাই নাকি –চলো সেখানে, আমার ধুপছায়া হৃদয় তার দেহের উত্তাপে অবগাহনের জন্য অধীর হয়েছে –চলো-(দুজনের প্রস্থান)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ॥ মহাদেব, মহাদেব, চাঁদ সওদাগর সন্তান হারা –ওঃ নেই কেউ-(ভৃংগীর প্রবেশ)

ভৃংগী॥ মহাদেব রম্ভার জলসাঘরে দেবর্ষি -নৃত্য হবে, চন্দ্রকোষের সুরে-

নারদ॥ ওঃ আচ্ছা, (ভৃংগীর প্রস্থান)। চন্দ্রকোষের সুরে রম্ভার চন্দ্রিমা দেহের সঞ্চিত রস লুটপাট হবে। মহাদেব এখন ভোম্‌রা-হে-হে-হে। পরি কল্পনা নিতে হবে এখুনি, যাতে খেলাতে সুবিধা হয়-। গাঙুরের জলে ভাসমান বেহুলা স্বর্গদেবতার সন্ধানে-কি রুপ, আহ্‌, কিসের

স্বর্গীয় রম্ভা উর্বশী-খেলাটা জমাতে হবে ওকে দিয়েই –ওর রুপের ছটায় মহাদেবের ত্রিনয়নে এনে দেবো অন্ধকার-তারপর -হে-হে-হে –হবে খেলা। স্বর্গ মর্ত্য এবার খেলায় মেতে উঠবে। কেউ বুঝবে না, জানবেনা-শুধু আমি এ রসের আস্বাদনকারী-(বিশ্বকর্মার প্রবেশ)

বিশ্বকর্মা॥ কি ব্যাপার দেবর্ষি নারদ-অসময়ে দেবাশ্রম থেকে মহাদেবের স্বর্গোদ্যানে-?

নারদ॥ আজ্ঞে-মহাদেবের আদেশে গিয়েছিলাম মর্ত্যে।

বিশ্বকর্মা॥ মর্ত্যের বার্তা?

নারদ॥ (দীর্ঘশ্বাস)বার্তা তেমন আনন্দের নয় দেবশিল্পী-।

বিশ্বকর্মা॥ কেন,কেন?

নারদ॥ মনসা প্রাণ সংহার করেছে চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরের, তাতে বাসর রাতে বিধবা হয়েছে বেহুলা।

বিশ্বকর্মা॥ বেহুলা বিধবা হয়েছে-। আহ্, দুসংবদ-!

নারদ॥ নিজের চোখে দেখে এলাম-কি অপরূপা, কি নমনীয়তা তার দেহ জুড়ে-

আপনার হৃদয় সংরাগে সৃষ্ট তিলোত্তমার মত-
।

বিশ্বকর্মা॥ তাকে আমি চিনি, তিলোত্তমার সথে উপমিত নয় সে, সেইতো তিলোত্তমা দেব অভিশাপে জন্মেছে বেহুলা হয়ে- ।

নারদ॥ সত্যি বলতে কি দেব শিল্পী, বেহুলার দুঃখ আমায় কাতর করেছে –আমার বরে যদি লখিন্দর ভালো হতো-তাহলে তাকে প্রাণবর দিয়েই ফিরতাম- আপিনি কি লখিন্দরকে প্রাণ দিতে পারেন না দেব শিল্পী-?

বিশ্বকর্মা॥ মনসার চক্রান্তে সে আজ মৃত-আমার সাধ্যের বাইরে। তবে মনসাদেব মহাদেবের মানস কন্যা,তিনি কিছু করতে পারেন ইচ্ছা করলে-

নারদ॥ তাহলে আসুন, দুজনে মিলে মহদেবকে একটু অনুরোধ করে দেখি-একা কিছু বলবো তেমন সাহস আমার নেই-ভয় হয়, যদি কোন কিছুতে রুদ্ররুপ ধারণ করেন, তবে তো কামদেবের মত ভষ্মীভূত হবো- ।

বিশ্বকর্মা॥ বেহুলার জন্য অনুরোধ করবো, এখন যাই দেবর্ষি -যথাসময় সংবাদ দেবেন- ।

নারদ॥ সংবাদ দেবো কি, আমি নিজে আপনাকে ডেকে নিয়ে আসবো- ।

বিশ্বকর্মা॥ বেশ-তবে আসি-(প্রস্থান) ।

নারদ॥ দেবশিল্পী কাজ লাগবে কিছুটা। ভাবতেই মজা লাগে, থির্ থির্ করে একটা কম্পন-স্বর্গীয় স্তুতির সময়ে বীণার সোনালী তার গন্ধর্বদের নরম আঙুলের ছোঁয়ায় যেমন কাঁপে-আমার দেহের কোষে কোষে তার উপস্থিতি টের পাচ্ছি। আহ্ কি আনন্দ, কি আনন্দ! আমি যেন উর্বশীর নূপুর, ঝংকার, রিনিঝিনি-হা-হা-নাকি বাঁশী হয়ে গেছি-ভেসে বেড়াই আপনি বাতাসের তরঙ্গে-দারুণভাবে দেহের মধ্যে প্রবাহিত বাতাস-আমি বেজে উঠি, কখনো ভৈরবী, কখনো বেহাগ,কখনো ধানেশ্রী-রুদ্রের শিঙা নয়তো, মহাপ্রলয়ের বাঁশী-বুকের মধ্যে দুন্ধভির শব্দ! ভীত কম্পিত-শংকিত পৃথিবী,গ্রহ নক্ষত্র-অস্পরার গর্ভনষ্ট নিনাদ! গঞ্জিকার ধোঁয়ায় ত্রিলোক নিকষা অন্ধকার, ভূত-প্রেত ডাকিনি যোগীনির তান্ডবলীলা-জলোচ্ছ্বাস-মকরের অগ্নুদ্গীরণে সফেন সমুদ্রের মাতন্ড ঢেউ! না-

না-না-ভুল বকছি কেন? আমি কি আনন্দে আত্মহারা হলাম? ধীরে ধীরে গোটাতে হবে জাল-কেউ যাতে টের না পায়। প্রকাশ করা যাবে না, প্রকাশ হলেই লুণ্ঠিত হয়ে যাবে উর্বশী রম্ভা, মেনকার যৌবনের মত। স্বর্গে বড় বেশী লুটপাট হয়। সহস্রবার দেখেছি আনন্দ লুটপাট- দেবতার রেষারেষি। শুধু তিলোত্তমার যৌবন অবলোকনের জন্য ব্রহ্মার গজালো চতুর্মুখ, সহস্র চক্ষু ইন্দ্রের– মনে আছে সব। আদূরে পুতুলের মত এ আনন্দ আমার থাকবে সংগোপনে -যাই, আশ্রমে- (প্রস্থান)(মহাদেবের সহচর ভৃংগী ও দীর্ঘরোমার প্রবেশ)

দীর্ঘরোমা॥ ভৃংগীরে আমি উড়ে যাবো- ।

ভৃংগী॥ কি করে উড়বি, তোর তো জটা নেই মহাদেবের মত-নেই নারদের মত উড়ন্ত ঢেঁকি- ।

দীর্ঘরোমা॥ ধোঁয়ারা লতানো পাখায় চড়ে যাবো- ।

ভৃংগী॥ কিসের ধোঁয়া-গঞ্জিকার? –তা কোথায় যাবি

দীর্ঘরোমা॥ মর্ত্যে- !

ভৃংগী॥ মর্ত্যে আবার যাবি কেন-! দেখিস্ না জগন্মাতা পার্বতীর মর্ত্যে যাবার অসুখ ধরেছে-তার জন্যে মহাদেব চিকিৎসার আয়োজন করেছেন-।

দীর্ঘরোমা॥ সাধে কি আর জগন্মাতা মর্ত্যে যেতে চায়? এই যে এখন মহাদেব পড়ে আছে রম্ভার জলসায়, জগন্মাতা কার জলসায় যাবে-?

ভৃংগী॥ তুই বেটা একটা বাচাল-শিগ্ গীর মাফ চেয়ে নে আমার কাছে-নইলে বলে দেবো-।

দীর্ঘরোমা॥ অ্যাঁ বলিসনে, শেষ হয়ে যাবো তা'লে দে ভাই, মাফ করে দে-।

ভৃংগী॥ শুধুমুখে মাফ! পা দুটো একটু টিপে দে-একটু মনোরঞ্জন কর, তার-পরেতো-দে টিপে দে, কেমন যেন কটকটাচ্ছে-।

দীর্ঘরোমা॥ (পা টিপতে আরম্ভ করে)তবুও বলিসনে যেন-।

ভৃংগী॥ তা বল্ মর্ত্যে যাবি কেন?

দীর্ঘরোমা॥ দুঃখে-।

ভৃংগী॥ দুঃখে-?

দীর্ঘরোমা॥ দুঃখে নয়তো কি-দেবতার খাতায় নামই শুধু আছে, আমরা কি দেবতা-?

ভৃংগী॥ দেবতা নয় তো কি-?

দীর্ঘরোমা॥ ছাই-। দেবতা হলে আমরাও দেখতে পেতাম অপ্সরাদের নাচ-উপভোগ করতে পারতাম তাদের যৌবন-।

ভৃংগী॥ তাইরে-আমাদের শুধু চোখ বড় বড় করে দেখা-।

দীর্ঘরোমা॥ সেই জন্যেই তো স্বর্গে আর মন টেঁকে না-আমি চলেই যাবো-।

ভৃংগী॥ মর্ত্যে গিয়ে কি করবি-?

দীর্ঘরোমা॥ কেন-? ছলেবলে মূর্খ মানুষের আনন্দ লুট করবো- মজায় থাকবো ব্যাস-।

ভৃংগী॥ মানুষের হাতে কিল খেয়ে ঢোল হয়ে ফিরবি-
।

দীর্ঘরোমা॥ কেন, কেন-?

ভৃংগী॥ লড়াই করবি কি দিয়ে? তোর কাছে কি বিষ্ণুর চক্র আছে, মহাদেবের পশুপত-? নেই তা'লে তোর কপালেও কাকের মত বেল ঠোকানো। ওসব ছেড়ে এক কাজ কর। আমি তো সেই কাজ করে সুখে আছি-।

দীর্ঘরোমা॥ বল শুনি-।

ভৃংগী॥ গঞ্জিকা খুব ভালো করে টেনে, চোখ রক্তজবার মতো হবে-।

দীর্ঘরোমা॥ হ্যাঁ-।

ভৃংগী॥ চোখ দুটো বন্ধ করবি-তারপর একটা গাছের গুড়ি ধরে বসে থাকবি-ব্যাস-।

দীর্ঘরোমা॥ তারপর-?

ভৃংগী॥ তারপর, সুখ এসে তোর মাথায় চড়ে নাচবে- দারুণ মজার বুঝলি, চল তোকে বুঝিয়ে দেই-।

দীর্ঘরোমা॥ (ছুটে এক পাশে যায়) কলা! গুল মারছিল বুঝেছি। (পালায়)

দীর্ঘরোমা॥ এই বেটা শোন্, শোন্-(প্রস্থান)(নন্দীসহ মহদেবের প্রবেশ)

মহাদেব॥ দেবর্ষি নারদকে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলাম-কি বার্তা নিয়ে এলো, সত্বর জানা প্রয়োজন-।

নন্দী॥ তাঁকে ফিরতে দেখেছি. স্তবগান শেষ করেই হয়তো আসবেন।

মহাদেব॥ স্বর্গে দুচিন্ড়া বড় বেমানান-তবু চিন্ড়া থেকে মুক্ত হই কোথায় ক্রমশ ক্রমশই নিমজ্জিত হচ্ছি। কৈলাসে ধ্যানস্থ থেকেছি যুগযুগান্তর,হৃদয় থেকে অশান্তি দূর হয়নি।

অথচ নিজের শান্তির জন্য কিনা করেছি-ধ্বংস করেছি সৃষ্টিকে বারবার-লন্ডভন্ড হয়েছে চন্দ্র সূর্য আমার পিনাকের আঘাতে। আমি শিব শংকর হয়েছি, দিয়েছি সবাইকে শান্তির মঙ্গল বর-। পিনাক হৃদয়ে কেন এতো বিষন্ন মেঘ... নন্দী-

নন্দী॥ আদেশ করুন প্রভু-।

মহাদেব॥ রম্ভার আলিঙ্গনে হৃদয়ের অগ্নুদ্গীরণ বেশ প্রশমিত হয়েছে-যথাযথ নির্দেশ পালনের জন্য আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন।

নন্দী॥ আমার সৌভাগ্য প্রভু-।

মহাদেব॥ কিছু চাইলে না-?

নন্দী॥ আপনার সাহচর্য্যেই আমি আনন্দিত। যেন চিরকাল আপনার দোসর হয়েই থাকি-।

মহাদেব॥ খুশী হলাম-আশ্বাস দিচ্ছি,তুমি চিরকাল আমার সহচর হয়ে থাকবে।

নন্দী॥ আনন্দিত হলাম প্রভু-।

মহাদেব॥ এতক্ষণে বোধহয় স্তুতি পাঠ শেষ হয়েছে-দেবর্ষি নারদের আসার সময় হলো... ঐ তো...(নারদের প্রবেশ)এই যে দেবর্ষি আপনার প্রতিক্ষায় ছিলাম ... আরে-

(বিশ্বকর্মার প্রবেশ) দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা যে, আসুন-আসুন-পথ ভুল করে-?

বিশ্বকর্মা॥ কি যে বলেন, আসি না বুঝি-।(নন্দীর প্রস্থান)

নারদ॥ পথে দেখা হলো-ধরে নিয়ে এলাম-।

মাহদেব॥ তাইতো বলি রুদ্র থেকে শংকর হলাম, দেবশিল্পীর সাথে দেখা সাক্ষাতও গেল কমে। আমি কিন্তু আপনার স্মৃতি সব সময় সঙ্গেই রাখিঃ সূর্যকিরণে প্রস্তুত এই পাশুপত, নির্দ্বিধায় বলি দেবশিল্পীর এই আবিষ্কারে আমি আজও অপরাজিত-।

বিশ্বকর্মা॥ এতে আর আমার গৌরব কি-আপনার আদেশ ভিন্ন এর সৃষ্টি কখনো হতোনা-।

মহাদেব॥ আপনি বড়ই বিনয়ী-যাক্ দেবর্ষি বলুন মর্ত্যের কি সংবাদ-?

নারদ॥ সায়বেনের কন্যা বেহুলা মনসার চক্রান্তে বিধবা হয়েছে মহাদেব-।

মহাদেব॥ কার পুত্রবধূ বেহুলা-?

নারদ॥ চাঁদ সওদাগরের-।

মহাদেব॥ সেতো আমার একান্ত পূজারী। দেবীত্বের লালসায় এতো অধীর হয়েছে মনসা- কান্ডজ্ঞানহীনের মত কাজ করে চলেছে- ।

নারদ॥ মহাদেব- ।

মহাদেব॥ বলুন নির্ভয়ে- ।

নারদ॥ বেহুলাকে দেখে বড় কষ্ট পেয়েছিল-চাঁদমুখে যেন গ্রহণ লেগেছে- ।

মহাদেব॥ কষ্ট-? সেতো মানুষের কথা, দেবতার মুখে কি সাজে-?

বিশ্বকর্মা॥ বেহুলা আমার মানস কন্যা মহাদেব- ।

মহাদেব॥ আপনার মানস কন্যা -কে?

বিশ্বকর্মা॥ তিলোত্তমা ।

মহাদেব॥ তিলোত্তমা !

নারদ॥ (উচ্ছ্বসিত)নিজের চোখে দেখে এসেছি মহাদেব,আঙুরের মত আধাস্বচ্ছ ত্বকের নীচেই জ্বলন্ত স্নিগ্ধতা ।

মহাদেব॥ জ্বলন্ত স্নিগ্ধতা- ।

নারদ॥ চোখ দুটো এক জোড়া কোকিল, গান করেনা-নীরবে বসন্তের গল্প করে- ।

মহাদেব॥ নীরবে বসন্তের গল্প করে- !

নারদ॥ সারা শরীরে মুকুলিত আম্রকাননের গন্ধ-ঘ্রাণ নিলে আপনি চোখ বুঁজে আসে- ।

মহাদেব॥ একি সত্য বলছেন দেবর্ষি-? এযে স্বর্গীয় অপ্সরাদের হার মানায়। দেবশিল্পী, আপনার মানস কন্যা কি এতই রূপসী?

বিশ্বকর্মা॥ দেবর্ষি বাড়িয়ে বলছেন কিছুটা-তবে অপ্সরাদের চেয়ে কম কিছু নয়- সেও তো একজন অপ্সরাই-

নারদ॥ ঐ যে বললেন না মাহাদেব, দেবশিল্পী বড়ই বিনয়ী-তিলোত্তমার জন্ম বৃত্তান্ত গোপন করে গেল- ।

মহাদেব॥ বেশতো আপনি বলুন- ।

নারদ॥ আপনি তখন যুগান্তরব্যাপী ধ্যানে ,মগ্ন। তখন সুন্দ উপসুন্দ নামের দুজন দৈত্য ব্রহ্মার কাছে অমরত্ব বর প্রার্থনা করে- ।

বিশ্বকর্মা॥ ব্রহ্মা তাদের সে বর দিতে অস্বীকার করে - এতে তারা ব্রহ্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন ব্রহ্মা আমাকে এমন একজন অপ্সরী সৃষ্টি করতে আদেশ দেন-যে অপ্সরী তাদের মৃত্যুর কারণ হবে।

মহাদেব॥ তারপর, তারপর- !

বিশ্বকর্মা॥ আমি ত্রিলোকের সৌন্দর্য তিলে তিলে সঞ্চয় করে, সৃষ্টি করি তিলোত্তমা।

মহাদেব॥ ত্রিলোকের সৌন্দর্য ভান্ডার। তারপর-?

বিশ্বকর্মা॥ ব্রহ্মার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো -তিলোত্তমাকে নিয়ে দুই দৈত্যের মধ্যে বাধলো লড়াই –হত্যা করলো একে অপরকে-।

নারদ॥ আসল কথা কিন্তু বলাই হলো না-।-

মহাদেব॥ আসল কথা- কি?

নারদ॥ দেবশিল্পী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করে স্বর্গের সকল দেবতাকে দেখানোর জন্য নিয়ে এলেন। তিলোত্তমা যখন ব্রহ্মার চারপাশে ঘুরলো, শুধু তার সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য ব্রহ্মার দেহ কান্ডে গজিয়ে উঠলো চার চারটি মাথা। আর দেবরাজ ইন্দ্রের সারা দেহে জন্ম নিল সহস্র চক্ষু এই একই কারণে।

মহাদেব॥ তাই নাকি ! তাহলে তো বেহুলাকে মর্ত্যের অশৌচ পুঁতিগন্ধে মানায় না। তার জন্য প্রয়োজন স্বর্গ, রঙিন পাথুরে চত্বর, ঘাসের বাগান– বলেন দেবশিল্পী?

বিশ্বকর্মা॥ আমার ইচ্ছাও তাই তবে জীবন বেশী সময়ের নয়; সে অভিশপ্ত হয়েছে, জন্মেছে মানবীরূপে-তার অভিশাপ খন্ডন করে, পবিত্র হয়ে কিন্তু মহাদেব তার বৈধব্য আমার কাম্য নয়।

নারদ॥ বেহুলার অপরুপ সৌন্দর্য-আমার হৃদয় কিছুটা নরম হয়েছে

মহাদেব॥ কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন-।

বিশ্বকর্মা॥ বলছিলাম, বেহুলার লখিন্দরকে যদি প্রাণ দিতেন-।

নারদ॥ আমিও বলছিলাম তাই, মনে হয় একবার আপনি যদি তাকে কুমকুম ঠোঁট, এলোচুল, আঙুরলতা বাহু-আপনিও-

মহাদেব॥ আমি কি-?

নারদ॥ করুণা করতেন, বলছিলাম-আপনার হৃদয় থেকে আরেক গংগা বয়ে যেতো

মহাদেব॥ কি করে সম্ভব-?

নারদ॥ কি পতি ভক্তি তার। ভরা যৌবন, অপরুপ রুপসী-তবুও সবকিছুই ভেসেছে কলার ভেলায়-

মহাদেব॥ কলার ভেলায়-?

নারদ॥ দেবতার দর্শনে-যদি দেবতার আশীর্বাদে পতির প্রাণ ফিরে পায়- ।

মহাদেব॥ আশীর্বাদ! আশীর্বাদ পেতে হলে দেবতার মনতুষ্টির প্রয়োজন। যাক আপনি কি দেবীর ঔষধির কথা ভেবেছেন?

নারদ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ-ভেবেছি. তবে এখনো কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি- ।

বিশ্বকর্মা॥ মহাদেব,আমি কিন্তু বেহুলার জন্যেই এসেছি-

মহাদেব॥ আপনার মানসকন্যা বলে- ।

বিশ্বকর্মা॥ কারো কারো প্রতি অপত্য স্নেহের ছায়া আপনি পড়ে, তাকে মানস সন্তান না বলেও অস্বীকার করা যায় না, বেহুলা আমার আপন সৃষ্টি মহাদেব- ।

মহাদেব॥ আপনার কাছে পেয়েছি ত্রিলোক জয়ের অস্ত্র, কখনো ভাবিনি, ভাবতে পারিনি-আপনার হৃদয় এতো নরম- ।

বিশ্বকর্মা॥ আমাকে যাই বলুন-লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করতেই আমি এসেছি- ।

নারদ॥ একটু বিবেচনা করুন- ।

মহাদেব॥ কোথায় বেহুলা, কতদূরে-?

নারদ॥ গাঙুড়ের জলে- ।

মহাদেব॥ (আসন থেকে উঠে বাইরের উদ্দেশ্যে)দীর্ঘরোমা,দীর্ঘরোমা-মর্ত্যের পর্দা উত্তোলন কর...।(কিছু লক্ষ্য করে)ঐ,ঐ বুঝি...(নারদ ছুটে যায় মহাদেবের পাশে)

নারদ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ-ঐ তো বেহুলার ভেলা... দেবশিল্পী আসুন দেখে যান, ঐ যে ঐ আসে বেহুলার ভেলা-।(মহাদেব তার নিজের আসনে আসে)

মহাদেব॥ কেমন করে আসে-। সহস্র স্রোত বিপরীত, বিপরীত মুখে চলে, তবু কেমন করে আসে বেহুলার ভেলা-দেবর্ষি কি বলতে পারেন কেমন করে আসে-?

নারদ॥ তপস্যার বলে-। কি এমন তপস্যা বেহুলার, যাতে স্বর্গের পথ খুঁজে পায়?

বিশ্বকর্মা॥ আজ্ঞে, সে তো তিলোত্তমা, সঞ্চিত পূণ্য রয়েছে তার। কত দৈত্য দানবের তপস্যা ভঙ্গ করে হয়েছে দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট।

নারদ॥ স্বর্গের যুদ্ধজয়ে সেও তো আপনাদের ব্যবহৃত অস্ত্র মহাদেব। তার দুর্দিনে আপনার সাহায্য কি মিলবেনা?

বিশ্বকর্মা॥ সে কি আপনার করুণার অযোগ্যা-?

মহাদেব॥ (কিছু ভেবে যেন আনন্দ পেয়ে) বেশ, মরা পতির প্রাণ নিয়ে যাক তপস্যার বলে। (বাইরের উদ্দেশ্যে) দীর্ঘরোমা, মন্দাকিনীর জলে বেহুলার ভেলাকে আসতে দিও-।

বিশ্বকর্মা॥ আপনি শিবশংকর-।

নারদ॥ আরাধনার সময় হলো-দেবাশ্রমে যাবার অনুমতি দিন মহাদেব-!

মহাদেব॥ আসুন-। দেবীর চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন-।

নারদ॥ তথাস্তু। অবিলম্বে দেবীর ব্যবস্থাপত্র দেবো বৈকি-(প্রস্থান)

মহাদেব॥ তিলোত্তমা প্রসঙ্গে দেবর্ষি যা বললেন, তাকি সত্য দেবশিল্পী-?

বিশ্বকর্মা॥ হ্যাঁ মহাদেব-।

মহাদেব॥ যদিও বেহুলাকে দেখি নাই, আত্মবিশ্বাসেই বলতে পারি, আপনার সৃষ্ট পিনাক চক্রের মতো বেহুলার রুপও দারুণ ধারালো-।

বিশ্বকর্মা॥ ধারালো বৈকি-রুপবতীরা কখনো কখনো বিষ্ণুও চক্রের চেয়েও ধারালো বলেই প্রমাণ করে-

মহাদেব॥ দেখার সাধ হয়, শুধু একবার-(স্বগত)

বিশ্বকর্মা॥ কিছু বলছেন মহাদেব-?

মহাদেব॥ উঁ, না না-আমি ভাবছি মনসার কথা। দুর্বিনীত ভ্রষ্ট, আমার একান্ত পূজারীর উপর অত্যাচার চালায় কোন সাহসে?

বিশ্বকর্মা॥ দেবীত্বেও সাহসে। অধম মানুষের দল, তাদের উপর দারুণ প্রতাপের বলে-!

মহাদেব॥ তাই বলে আমার পূজারীর উপর-!

বিশ্বকর্মা॥ সাধ,দেবীত্বেও সাধ! আমিও একবার মর্ত্যে যাবো বিধ্বংসী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। অত্যাচার চালাবো অন্ধবধিরের মতো। শুধু তাকেই রক্ষা করবো, যে আমায় পূজা দেবে। বুঝেছি-মহাদেব,অত্যাচারেই দেবত্ব,মহত্বে নয়-!

মহাদেব॥ আপনার কণ্ঠে উষ্ণার আভাস পাচ্ছি-।

বিশ্বকর্মা॥ উষ্ণতা নয়। দেবতার সুন্দর চোখ আছে কান্না নেই-কান্না মানুষের। এ হৃদয়ে অশ্রু ঝরলেও –জল গড়াবে না চোখ ফেটে। কারণ, আমিও দেবতা-আমার হৃদয় নির্যাস, দেহের চুল্লীতে উষ্ণ হোয়েই বেরোয়-।

মহাদেব॥ বুঝতে পারছি, আপনি চঞ্চল হয়েছেন - বেশ, আসুন-। (বিশ্বকর্মার

প্রস্থান) ।চিত্তবৈকল্য ঘটেছে। আহা, মর্ত্যের মানবকূলের প্রতি কী মায়া ।অত্যাচারেই দেবত্ব-মহামুর্খ- !

পার্বতী॥ দেবতা- ।

মহাদেব॥ এসো, এসো দেব, দেবর্ষি নারদকে আমি বলেছি তোমার অসুখের কথা। আরাধনায় তোমার ঔষধি খুঁজবে- ।

পার্বতী॥ আমার অসুখ- । কই, আমি তো কিছু বুঝতে পারিনা ।

মহাদেব॥ মনসার প্রথম উদ্গিরণের বিষ রয়েছে তোমার দেহে, সে বিষ শেকড় ছড়াচ্ছে ক্রমাগত, দেবর্ষি নারদ বলেছেন ।

পার্বতী॥ দেবর্ষি বোধহয় ভুল করেছেন, আমার কোন অসুখ নাই- আচ্ছা তুমিই বল-আমি কি অসুস্থ-?

মহাদেব॥ তাই তো মনে হয়- ।

পার্বতী॥ কেমন করে বুঝলে-?

মহাদেব॥ এই যে কেমন স্বরে কথা বলছো-মনে হচ্ছে আমার উপর দারুণ তিক্তবিরক্ত ।

পার্বতী॥ (হেসে)তাই মনে হচ্ছে-? তাহলে দেবর্ষিকে বল, সে যেন তাড়াতাড়ি ঔষধি দেয় ।

মহাদেব॥ এই তো, এই তো আমার প্রাণেশ্বরী পার্বতী-।

পার্বতী॥ অমন করে ডেকো না- আমার কান্না পায়-।

মহাদেব॥ এটাইতো তোমার অসুখ-দেবীর কেন কান্না পাবে-? স্বর্গোদ্যোনে চিরবসন্ত এখানে সবকিছু অনন্তে বাঁধা, দু:খ নাই, জরা নাই, শুধু আনন্দ আর আনন্দ-।

পার্বতী॥ হৃদয় গভীরে যে অদৃশ্য ক্ষত, সে ক্ষত যদি কান্না আনে-?

মহাদেব॥ কি সেই অদৃশ্য ক্ষত-?

পার্বতী॥ রম্ভা, মেনকা অপ্সরীর দল-।

মহাদেব॥ আহ্, বারবার তুমি এমন শব্দ উচ্চারণ কর, হৃদয় ভস্মিত হয় অন্য কথা বল দেবী অন্য কথা-।

পার্বতী॥ তথা যে নাই, অনন্তকালে সব গাঁথা, সব পুরনো হয়ে গেছে-।

মহাদেব॥ দরকার নাই কথা বলার...দেবী।

পার্বতী॥ বল-?

মহাদেব॥ হিরন্ময় বৃক্ষে কি পাখী গান গায়-?

পার্বতী॥ হ্যাঁ-।

মহাদেব॥ সেখানে যাই চল--।

পার্বতী॥ চল- ।(উভয়ের প্রস্থান ।ভৃংগী এবং দীর্ঘরোমার প্রবেশ)

দীর্ঘরোমা॥ মন্দাকিনীর তোরণে ছিলাম, মহাদেব হেঁকে বললেন, দীর্ঘরোমা,মর্ত্যের দুয়ারে খুলেদে-দিলাম। তারপর বললেন, বেহুলার ভেলাকে মন্দাকিনীর জলে আসতে দিস-বেহুলা আবার কে-রে-?

ভৃংগী॥ নোতুন অপ্সরী হবে টবে- !

দীর্ঘরোমা॥ তাহলে তো স্বর্গ জমজমাট, নাচগানে ফূর্তির ধুম ।ভৃংগী, নোতন একজন এলো এ্যাঁ, পুরোন কাউকে তাড়িয়ে দেবেনা-?(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী॥ কেন হে, তোমার আবার একি প্রশ্ন?

দীর্ঘরোমা॥ না বলছিলাম কি নন্দীদা – যদি তাড়িয়ে দেয় তো আমিই নিয়ে নিতাম- ।

নন্দী॥ রাখ তোদের গল্প-যা দেখেছি না- ।

ভৃ:ও দী: ॥ কি-?

নন্দী॥ চেপে রাখতে পারছিনা-আহা- ।

ভৃংগী॥ দেখ নন্দীদা, আহা-আহা করে আর কষ্ট দিও না-

দীর্ঘরোমা॥ দেবতার হৃদয় মাখনের চেয়ে নরম তো- ।

নন্দী॥ কে দেবতা-তোরা -ছোঁ। মুখ নেই বড় বড় কথা, জানিস-মহাদেবের পরেই আমি। যাক্ গে কি দেখলাম শুনবি না-?

ভৃংগী॥ শুনবো তো বটেই-।

দীর্ঘরোমা॥ ভড়ং রেখে বলে ফেলো-।

নন্দী॥ নৃত্য।

ভৃ: ওদী:॥ নৃত্য-কার?

ভৃংগী॥ রম্ভার-?

নন্দী॥ হ্যাঁ-নইলে আর বলছি কি-।

দীর্ঘরোমা॥ কোত্থেকে দেখলে-?

নন্দী॥ ওপাশের ঐ নীল পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে-।

ভৃংগী॥ সে তো রম্ভার জলসা থেকে যোজন দূরে-।

দীর্ঘরোমা॥ ওখান থেকে কেমন করে দেখলে-?

নন্দী॥ চোখ বুঁজে-।

দী: ও ভৃ:॥ চোখ বুঁজে-!

নন্দী॥ দাঁড়িয়ে ছিলাম, গন্ধর্বদের সোনালী বীণার মিঠে সুর আর রম্ভার নূপুর নিক্কন ভেসে আসছিল, মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। ভেতরে দানা বেঁধে উঠলো লোভ, ইচ্ছে হ'লো জলসা ঘরের ফোঁকরে চোখ

রাখি-সামলাতে পারলাম না নিজেকে, চুপিচুপি গেলাম এগিয়ে-।

ভৃংগী॥ গেলে-।

নন্দী॥ হ্যাঁ, দক্ষিণের জানলা খোলা ছিল, একটু সাহস করে উঁকি দিলাম-।

দীর্ঘরোমা॥ বল কি মহাদেবের সামনে পড়ে যাওনি তো-

নন্দী ॥ আরে পড়লে তো সাথে সাথে ভস্ম-!

ভৃংগী॥ তারপর-?

নন্দী॥ তারপর যা দেখলাম-আহ্-।

দীর্ঘরোমা॥ বলনা ছাই-!

ইন্দী॥ গোলাবী দেহ-।

দী: ও ভৃ:॥ আহারে-।

নন্দী॥ রসাল কাম পুষ্পে যেন সোনালী মৌমাছির হাট-।

দীর্ঘরোমা॥ আহ্ , তারপর-?

নন্দী॥ তারপর আমার যে কি হলো পা দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো চোখের সামনে স্বর্গটা উল্টো হয়ে গেল-আঁধার নেমে এলো-হাতড়াতে হাতড়াতে ছুটে এলাম পাথরের কাছে, ওখানে দাঁড়িয়েই বাকীটুকু দেখলাম

চোখ বুজে। ভৃংগী॥ তুমি তো দেখলে, আমরা যে তাও পেলাম না- ।

নন্দী॥ মহাদেব যখন বললেন, নন্দী, তোমার সেবায় আমি প্রসন্ন হয়েছি-কি চাও? বললাম, কিছুইনা-মনে মনে বললাম, তোমার মরণ চাই- ।

ভৃংগী॥ রম্ভাকে দখল করবো- ।

দীর্ঘরোমা॥ দেবতারা অমর, তাহোক-একবার পরমেশ্বরের কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করে দেখা যাক কি বলিস ভৃংগী?

ভৃংগী॥ তা'হলে রম্ভাকে পাবো-?

নন্দী॥ না, রম্ভা আমার।

দীর্ঘরোমা॥ তবে আর কিসের জন্যে প্রার্থনা করি- ।

নন্দী॥ তা'লে, তা'লে-যা, তোদের সমান অধিকার দিয়ে দিলাম, এবার প্রার্থনা শুরু কর- ।

সমবেত॥ হে, পরশ্বের-মহাদেবের মৃত্যু দাও, মহাদেবের মৃত্যু দাও, মহাদেবের মৃত্যু দাও-

দীর্ঘরোমা॥ (লক্ষ্য করে)সেরেছে–দেবর্ষি নারদ।

নন্দী॥ পালা শিল্পীর (সবার প্রস্থান উৎফুল- নারদের প্রবেশ)

নারদ॥ দেবীর ঔষধির পরিকল্পনা হয়েছে চমৎকার, এখন যথাযথ ব্যবহারের অপেক্ষা কথার একটু ফাঁক পেলেই -সারতে হবে। ওদিকে স্বর্গের স্রোত পেয়ে বেহুলাও ভেসে আসে তড়িৎ গতিতে। আহ্, সবকিছু যে মুখস্ত শব্দ, সার বাধা পাখী, ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে আপনি বেরিয়ে যায়। কি মজা। শিশুতোষ খেলা কেউ বুঝলোনা, কেউ জানলোনা, আস্ত ডিম থেকে কেমন করে কুসুমটা্ বের করে নিচ্ছি-দারুণ, দারুণ-(হাত তালি দেয়। মহাদেব প্রবেশ করে)

মহাদেব॥ কি ব্যাপার দেবর্ষি-?

নারদ॥ এ্যাঁ , সচকিত আজ্ঞে, আপনার প্রতীক্ষায় আছি-

মহাদেব॥ মনে হলো আনন্দে তালি বাজালেন-?

নারদ॥ না, এমনি একটু পরখ করে দেখলাম, তালি বাজাতে ভুলে গেছি কিনা।

মহাদেব॥ আপনি বড় সরল-

নারদ॥ তবুও ব্রহ্মার সুদৃষ্টি পচ্ছিনে মহাদেব-

মহাদেব॥ পাবেন পাবেন-দেবীর ঔষধি কি নির্ধারণ করেছেন-?

নারদ॥ আজ্ঞে বড় কঠিন ব্যাপার-

মহাদেব॥ কেমন-?

নারদ॥ মনসার প্রথম উদ্গাড়িত বিষ, বড় কঠিন, নষ্ট করার মত কোন ঔষধিই পাচ্ছি না-।

মহাদেব॥ উপায় তো কিছু করতে হবে-

নারদ॥ উপায় একটা আছে, সেটা নিয়েই ভাবছি-

মহাদেব॥ ভেঙ্গে বলুন।

নারদ॥ আরাধনায় পেলাম, দেবীর শরীরে যে বিষ রয়েছে সেটা জীবন্ত বিষ। অমর, অক্ষয়, নষ্ট হবার নয়, ত্রিলোকে নেই এর বিধান। শুধু এক দেহে থেকে অন্য দেহে চালান দেয়া যেতে পারে-।

মহাদেব॥ একবার সমুদ্র মন্থনের বিষ পান করে হয়েছি নীলকণ্ঠ- নাহয় আবার পান করবো-

নারদ॥ কিন্তু এ বিষ পান করলে দেবতারা অভিশপ্ত হবে-তার মধ্যে প্রকাশ পাবে মৃত্যু, দুঃখ, জড়দেহের প্রতি লালসা-

মহাদেব॥ তাহলে উপায়? আমি চাই না জড়দেহ, দুঃখ, কষ্ট মৃত্যু-চিরকাল অমর হয়ে থাকবো স্বর্গে, আপনি অন্য পথ খুঁজে বের করুন-

নারদ॥ দেখবো মহাদেব, ত্রিলোকে এর বিধান আমি আবার খুঁজে দেখবো্ ।

মহাদেব॥ সুখী হলাম আপনার কথায়। (মন্দাকিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে)ঐ ঐ বুঝি বেহুলার ভেলা আসে! (নারদ ছুটে যায় মহাদেবের পাশে)

নারদ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ তো এসে গেছে হুেলার ভেলা। দেখেছেন তো মহাদেব, কেমন নেশা ধরানো রূপ স্বগের ষাট কোটি অপ্সরীদের মধ্যে এমন রুপসী আর নাই-

মহাাদেব॥ সত্যি-অপরূপা-

নারদ॥ (উৎসাহিত) শুধু দুঃচিন্তা দুর্ভাবনায় একটু ফ্যাকাশে আর রুগ্ন হয়েছে। স্বর্গের চির বসন্তের প্রভাবে সত্বর ফিরে আসবে ত্বকের লাবণ্য।

মহাদেব॥ স্বর্গের পাখী কি মর্ত্যে মানায়-!

নারদ॥ মোটেই নয়, এসেছে, যখন– থাকনা কিছুকাল, স্বর্গের পারিজাত খোঁপায় গুঁজে ঘুরুক, আমাদের আনন্দের কিছুটা পরিবর্তন হোক-।

মহাদেব॥ পাখীর পায়ে শিকল দেয়ার কি ব্যবস্থা দেবর্ষি?

নারদ॥ স্বর্গে একটা কাজ দিয়ে দিন মহাদেব। এসেছে-পতির প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবে, তা হয় না, দেবতার মনস্তুতি বলেও তো একটা কথা আছে-

মহাদেব॥ তাতো বটেই, তাতো বটেই - দেবতার মনস্তুতি বলে কথা। স্বর্গে থাকুক যদি প্রসন্ন হই পতি ফিরে পাবে, নইলে-হা-হা-হা- ঐ,ঐ যে ভেলা তটে ভিড়ালো- এসো, এসো বেহুলা-আমরা যে তোমারই প্রতিক্ষায়-

নারদ॥ নেমে এসো, নেমে এসো-তোমার পতি ভক্তিতে আমরা আনন্দিত-নেমে এসো- (বেহুলার প্রবেশ-প্রণাম করে আভূমি)

মহাদেব॥ ওঠো ওঠো বেহুলা, তোমার শ্রদ্ধা নিবেদনে আমরা তুষ্ট-

বেহুলা॥ পতির প্রাণ ফিরে চাই দেবতা-

নারদ॥ মূর্খ, এখানে চাইলে কিছু পাবেনা-

বেহুলা ॥ তবে?

নারদ॥ দেবতা যখন দিতে চাইবে, প্রার্থনা করো, এখন দেবতার আরাধনা কর চেষ্টা কর

মনতুষ্টির...। মহাদেব॥ (স্বগত) জঙ্গলের অন্ধকারে কিছু পুষ্প ফোটে, একাকী সুরভী বিলিয়ে ঝরে পড়ে-এ যে দেখছি তাই-(প্রকাশ্য)ওকে ধোপানী নেতুলার সহকারিণী করুন-(প্রস্থান)

নারদ॥ তথাস্তু-চল বেহুলা তোমাকে নেতুলার কাছে রেখে আসি...।

বেহুলা॥ পতি ফেলে কোথায় যাবো? না, না আমি যাবো না-

নারদ॥ এসো, দেবতার আদেশ পালন কর-

বেহুলা॥ যে দেহ আগলে কতকাল পেরিয়ে এসেছি, নির্ঘুম কেটেছে কত রাত-তাকে ফেলে যাবো?

নারদ॥ তুমি এখন স্বর্গে দাঁড়িয়ে আছো-ভয় নেই হারাবার? এসো-

বেহুলা॥ হে ঈশ্বর, লখিন্দরের মাংস পচে খুলে গেছে, তবুও আশালতায় বুক বেঁধে আছি-তোমার কাছেই রেখে গেলাম তাকে –চলুন দেব-(উভয়ে প্রস্থান। মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব॥ মর্ত্যে বসন্তের প্রথম দিকে নেবু ফুলের মাতাল গন্ধে সুরভিত হয় চারদিক। হেলার

আঁচল ঝাড়লেই ফাল্গুনী হাওয়া। অনেক দিনপর কৈলাসের গুহায় ঘন অন্ধকারে জোনাকী আলোর স্মৃতি লনে পড়লো, অপূর্ব বেহুলার রুপ। সোনালী ত্বকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গন্ধে ভরপুর। সারাটা দেহ যেন চকমকি পাথর,ঘর্ষণেই আগুন জ্বলে ওঠে দপ্ করে। আহ্ মুগ্ধ কদম বৃক্ষ...টের পাচ্ছি খুব ধীরে ধীরে আমার বায়বীয় দেহে বাতাস বইতে শুরু করেছে, ঝড়ের পূর্বাভাস। ঘনকৃষ্ণ ধোঁয়ায় ভেতরটা আঁধার হয়ে আসছে, তার নীচে দগদগে আগুন - দারুণ এক ঘূর্ণিপাক, মর্ত্যের মুগ্ধকর কদমবৃক্ষটি উজাড়। প্রচন্ড প্রকোপ হা-হা-হা-আমি এখন রুদ্র ভৈরব...

(নারদের প্রবেশ)

নারদ॥ বেহুলাকে রেখে এলাম মহাদেব-।

মহাদেব॥ এই যে দেবর্ষি, কিছু বুঝতে পারছেন-?

নারদ॥ কি মহাদেব-?

মহাদেব॥ ঝড়ের পূর্বাভাস-!

নারদ॥ কই না তো-!

মহাদেব॥ আমার জটায় বাতাসের বেগ, ভেতরে গঞ্জিকার ধোঁয়ার দাবানল, এখন সোমরস চাই-খোঁজ পেয়েছি দেবর্ষি, অঢেল সোমরস-

নারদ॥ কোথায়, কোথায় মহাদেব-?

মহাদেব॥ বেহুলার সোলালী ত্বকে সোমরসের সমুদ্র। ওপাশ থেকে ত্রিয়নের দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছি, সোনালী সোমরসে টুইটুম্বর– গন্ধ ছড়ায়, অনাামিকা ফুলের মত।

নারদ॥ (স্বগত) ধরেছে, -বেশ ভালোমত ধরেছে- সামুদ্রিক জীব-।

মহাদেব॥ কিছু ভাবছেন-?

নারদ॥ না, হ্যাঁ-ভাবছিলাম বেহুলা মানবী তবে রসালো কামোদ্দীপক সঞ্জীবনী।

মহাদেব॥ যা বলেছেন দেবর্ষি, অসাধারাণ, অহল্যার যৌবনে দগ্ধ ইন্দ্র, গন্ধবতীতে পরাশর মুনি আর বেহুলায় আমি মহাদেব- হা-হা-হা-

নারদ॥ মনোরঞ্জন তো হবেই মহাদেব। বেহুলার জন্ম শ্রাবণে, মেঘের গুড়গুড় শব্দে নাকি তার হৃদয় ময়ূরী হয়ে যায়, শুনেছি বেহুলা নৃত্যেও পারদর্শী-

মহাদেব॥ বলেন কি- তবে নৃত্যের আয়োজন হোক-!

নারদ॥ তাড়াহুড়া ভালো নয় মহাদেব, থাকনা কিছুকাল স্বর্গীয় পরিবেশে। স্বর্গীয় উত্তেজক পানাহারে আসুক উন্মাদনা-তারপর- !

মহাদেব॥ যথার্থ বলেছেন, মসৃণ ত্বকের নীচে চর্বিতে আসুক উষ্ণতা...তারপর দেখা যাবে- (পর্বতীর প্রবেশ)

পার্বতী॥ দেবতা, দেবতাকে ঐ কিশোরী মানবী? মা বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে –আহা, কি দুঃখে তার চাঁদমুখে কৃষ্ণ মেঘের ছায়া। দেবর্ষি জানেন, কে ঐ মেয়ে-?

মহাদেব॥ (রাগত) তোমাকে বহুবার বলোছি পার্বতী, যখন তখন এখানে এসে বিরক্ত করো না- আমরা আরাধনায় আছি। জিজ্ঞেস কর তার কাছেই কে সে-?

পার্বতী॥ তাই যাই –বড় ভালো লেগেছে মেয়েটিকে- (প্রাস্থান)

মহাদেব॥ অসহ্য-একটা ঔষধি আপনি খুঁজে পেলেননা দেবর্ষি? তার সান্নিধ্যে হৃদয় বিষিয়ে ওঠে।

নারদ॥ (স্বগত) এইতো সময়। (প্রকাশ্যে) পেয়েছি মহাদেব।

মহাদেব॥ পেয়েছেন –কি?

নারদ॥ দেবীর দেহের বিষ একজনের দেহে চালান-

মহাদেব॥ কার দেহে-?

নারদ॥ লখিন্দরের-

মহাদেব॥ উপায় নেই মহাদেব, স্বর্গের আনন্দ এখন বিষাদিত। এই বিষ স্বর্গ থেকে বিদায় করতে হবে ঝেঁটিয়ে-তার একমাত্র উপায় ঐ লখিন্দর-

মহাদেব॥ কি করে-?

নারদ॥ ভাবতে হবে, ভেবেচিন্তে বের করতে হবে উপায়-এখন আমায় যাবার অনুমতি দিন মহাদেব-

মহাদেব॥ আসুন, তবে সমাধান নিয়ে ফিরবেন-।

নারদ॥ আর বলতে হবে না-(প্রস্থান)

মহাদেব॥ এখন –মনে হচ্ছে স্বর্গেও আছে একঘেয়েমীর ঝিঁঝিঁ পোকা। ভালো লাগার মিঠে সুর-তারপর, তারপর বিরক্তির স্রোত বয়ে যায়। তাল লয় ছন্দ গতিহীন স্বর্গে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। এবার কিছুটা নির্মল ধারায় হৃদয় সিঞ্চিত হবে-। (পার্বতীর প্রবেশ)

পার্বতী॥ ওর নাম বেহুলা। কি পতি ভক্তি সতীর, ঐশ্বর্য পায়ে দলে ভিখারীর বেশে এসেছে

দেবতার সন্ধানে-লখিন্দরের প্রাণ দাও দেবতা-

মহাদেব॥ দেবতার মনস্তুটি আগে তারপর বর।

পার্বতী॥ যখন তোমাকে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলাম, ব্রহ্মা তো আমার কাছে মনতুষ্টি দাবী করেনি দেবতা-?

মহাদেব॥ তুমি মানবী নও দেবী, তোমার তপস্যাই যথেষ্ট।

পার্বতী॥ পতির জন্য বেহুলার এ কি কঠোর তপস্যা নয়?

মহাদেব॥ বার বার মূল্যহীন কথায় উত্যক্ত করছো। মানুষের আরাধনাতেই আমাদের দেবত্ব। মনতুষ্টি ভিন্ন আমি তাকে কোন বর দিতে পারি না-কারণ তাতে দেবতার দেবত্ব ক্ষুন্ন হয়।

পার্বতী॥ দেবত্ব আর দেবত্ব! দুঃখে যে হৃদয় সিক্ত হয় না, সে হৃদয়ের দেবত্ব কোথায়- !

মহাদেব॥ বাড়াবাড়ি করো না-ভস্মীভূত হবে।

পার্বতী॥ (লক্ষ্য করে) ওকি, তোমার চোখের কোণে লালচে আভা- !

মহাদেব॥ হয়েছে কি তাতে- ।

পার্বতী॥	তোমার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমুদ্র তরঙ্গের বেগ, পাহাড়ের গায়ে যেন প্রচন্ড আঘাত খেয়ে ফিরে আসে পূনরায়-
মহাদেব॥	তাতে তোমার কি?
পার্বতী॥	আমি দেবী হলেও একজন নারী-তোমার হৃদয়ের ঝড় কোন পথে আসে তা জানি বেশ স্পষ্ট করেই-
মহাদেব॥	নির্বোধ তুমি, স্বর্গের অনুপযুক্তা-
পার্বতী॥	বুঝতে পারছি তোমার লোলুপ দৃষ্টি এখন কোন দিকে, দেবতা অভিশপ্ত হবে সাবধান- (প্রস্থান) মহাদেব॥ অভিশাপ-হা-হা-হা- দেবতার দেহ অভিশাপ রক্ষার বর্মে আবৃত- (অচেনা পুষ্প মালা হাতে নারদের প্রবেশ)
নারদ॥	পেয়েছি পেয়েছি, মহাদেব-
মহাদেব॥	কি পেলেন দেবর্ষি?
নারদ॥	এই যে দেবীর আরোগ্য মালা-
মহাদেব॥	পুষ্পমালা!
নারদ॥	হ্যাঁ, বিষনাশিনী পুষ্প! এই পুষ্প দেবীর দেহের স্পর্শে এলেই জীবন্ত বিষটুকু শুষে নেবে।বিশাল মরুর বুকে এক অঞ্জলি জল যেমন হঠাৎ করেই নেই হয়ে যায়-তেমন।

তারপর লখিন্দরের কংকালে ছোয়াবেন এ পুষ্পমালা...হাড়ের ফোঁকরে বাসা বেধে নেবে বিষ, শেকড় ছড়াবে ক্রমশ! লখিন্দর প্রাণ ফিরে পেলে তার মাংশল দেহ হবে এ বিষের পাকা পোক্ত বাসা...।

মহাদেব॥ তাই নাকি-। ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার-।

নারদ॥ হ্যাঁ, মহাদেব-শুধু তাই নয়-

মহাদেব॥ আবার কি-?

নারদ॥ প্রাণ নিয়ে যখন লখিন্দর ফিরে যাবে মর্ত্যের দিকে, সেখানকার জলবায়ুর স্পর্শে লখিন্দরের দেহ হবে কালো পাথরের বর্ণ-

মহাদেব॥ আচ্ছা-। আচ্ছা দেবর্ষি, যদি বিষনাশিনী পুষ্পকে লখিন্দরের কংকালে না ছুঁই-

নারদ॥ সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিষাক্ত পুষ্পের প্রতিকণা একটি করে বিষাক্ত বৃক্ষের জন্ম দেবে-সে বৃক্ষের বিষ নিঃশ্বাসে সারা স্বর্গ হবে বিষাক্ত-!

মহাদেব॥ না না, প্রয়োজন নেই-আপনি যা বলবেন তাই হবে-। নারদ॥ মহাদেব, এই মালার তীব্র মদালু গন্ধে দেবীর চৈতন্য লোপ পাবে–আর এই সুযোগেই- মহাদেব॥ এ্যাঁ,

তাইতো-তবে আয়োজন হোক-যান আপনি বেহুলাকে নিয়ে আসুন।

নারদ॥ তথাস্তু-(প্রস্থান)

মহাদেব॥ নন্দী-(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী॥ আমায় স্মরণ করেছেন প্রভু-?

মহাদেব॥ হ্যাঁ,পার্বতীকে ডাকো-।

নন্দী॥ তথাস্তু-(প্রস্থান)

মহাদেব॥ কিছুক্ষণ আগেই দেবীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলো। দেবীকে ভালোবাসি ,তাই বলে আনন্দ আস্বদনে বাধা হয়ে আসুক এটা চাইনে। আনন্দই তো দেবতার প্রাণ। যদিও দেবীর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না, তবুও ছলনার আশ্রয় নিতে হবে-ছলনা, হা-হা-হা-ছলনা, প্রবঞ্চনা মিছে ভালোবাসা দেবতাদের অমোঘ অস্ত্র। এখনো দেবতাদের দেবত্বের আসন টিকে আছে এই গুণেই-হা-হা-হা-(পার্বতীর প্রবেশ)

পার্বতী॥ হঠাৎ আমাকে স্মরণ-?

মহাদেব॥ পতি স্ত্রীকে ডাকবে, তার জন্য কি সময় মেপে চলতে হবে?

পার্বতী॥ না না-তোমরা পুরুষ- যাক বলো কি অভিপ্রায়?

মহাদেব॥ কিছু দেবে বলে ডেকেছি- ।

পার্বতী॥ বর- অভিশাপ- !

মহাদেব॥ বর নয়,নয় অভিশাপ।

পার্বতী॥ তবে?

মহাদেব॥ প্রেম-কাছে এসো (ফুলের মালা সামনে ধরে)

পার্বতী॥ ও কি-পুষ্পমালা! দাও, আমার হাতে দাও-

মহাদেব॥ উঁহু-আমি নিজ হাতে তোমায় পরিয়ে দেবো- কাছে এসো- ।(মাল্যদান)

পার্বতী॥ এ মালা তুমি কোথায় পেলে দেব-বেশ সুগন্ধী!

মহাদেব॥ দেবর্ষি নারদ এনেছেন, এতে নাকি তুমি আরোগ্য হবে।

পার্বতী॥ আরোগ্য হবো, বেশতো খুশীর কথা, কিন্তু তোমার অসুখের ঔষধ দেয়নি?

মহাদেব॥ আমার অসুখ, আমার আবার অসুখ কোথায়?

পার্বতী॥ তোমার চোখের কোণে লালচে আভা...

মহাদেব॥ আহ্, ও কথা রাখো এখন। হ্যাঁ-পিতা দক্ষের কথা মনে আছে তোমার– সেই যে আমার নিন্দা পিতৃমুখে শুনে, আত্মগ্লানিতে

দেহত্যাগ করেছিলে। আর তোমার দেহ কাঁধে নিয়ে আমি তান্ডব নৃত্য শুরু করেছিলাম- ।

পার্বতী॥ মনে আছে সব-(হাই তোলে)

মহাদেব॥ গর্ববোধ করি সে জন্য। লম্পট গঞ্জিকাসেবী পতির জন্যে তুমি ভিন্ন কে দিয়েছে এমন বিসর্জন।

পার্বতী॥ কেমন ঘুমঘুম লাগছে দেবতা।

মহাদেব॥ দেবর্ষি অবশ্য বলেছেন, ঘুমের ভাব হলে বিশ্রামের কথা। আচ্ছা দেবী মনে পড়ে তোমার–মর্ত্যে বেড়াতে গিয়ে শুদ্রের বিয়ে দেখেছিলাম।

পার্বতী॥ (ঘুম জড়ানো কন্ঠে) হ্যাঁ, মনে পড়ে-

মহাদেব॥ তুমি জিদ ধরলে বিয়ে দেখবে-তোমার চোখে সেদিন আনন্দ লজ্জার জকমকি জ্বলছিলো, ভালো লেগেছিল দারুণ।

পার্বতী॥ দেবতা,আমার দারুণ ঘুম পাচ্ছে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে-

মহাদেব॥ দেবর্ষি যেমন বলেছিলেন, ফলে যাচ্ছে তেমনি । চল ও-পাশের গন্ধী ঘাসের গালিচায় বিশ্রাম নেবে-

পার্বতী॥ চলো-(উভয়ের প্রস্থান) (মহাদেবের ফুলের মালা হাতে প্রবেশ)

মহাদেব॥ ব্যবস্থা হ'ল অতি চমৎকার। কতদূর দেবর্ষি নারদ, তাড়াতাড়ি আসুন। বেহুলার সুডোল চরণে নরম আঘাতে আমার স্বর্গোদ্যান অস্ফুটে কাতরাবে। নেবু ফুলের গন্ধ ভাঙবে সীমাহীন সমুদ্র তরঙ্গের মত। তার প্রতিটি আঘাত আমার ভিতরে। চঞ্চল প্রতীক্ষায় আমি প্রহর গুণছি বেহুলা, তোমার পদশব্দ তো হৃদয়ে বাজেনা, কতদূরে তুমি? ঐ ঐ যে দেবর্ষি নারদ, আসুন আসুন দেবর্ষি আপনার প্রতিক্ষায় আছি-(বেহুলাকে সাথে নিয়ে নারদের প্রবেশ)

নারদ॥ সাজসজ্জার জন্য আসতে একটু বিলম্ব হলো মহাদেব। আমার যাবার অনুমতি দিন আরাধনার সময় হলো।

মহাদেব॥ না, না, দেবর্ষি-আপনি যথাসময়েই এসেছেন। যেতে চান-বেশ আসুন। (নারদের প্রস্থান) এসো বেহুলা, তোমার ললাটের দুঃখ খন্ডন হবে। শুনেছি তুমি নৃত্যে পারদর্শী, জানো তো- নৃত্য

ভালোবাসি বলেই আমি নটরাজ-আমায় তুষ্ট কর বেহুলা-

বেহুলা॥ দুঃখ খন্ডনের কথা শুনে আমি সুখী। নৃত্যে আমি পারদর্শী নই। শ্রাবণে মেঘের মন্দিরে যখন দেবতার ঘন্টাধ্বনি হতো, লাল মাটির পাহাড়ে আমলকীর বনে দেখতাম ময়ূর ময়ূরী নচ্‌তো পেখম ছড়িয়ে।

মহাদেব॥ বাহা, কথার বাঁধনীতে রসাল আমেজ-ময়ূর নৃত্য হোক তবে। বাজিয়ে দেই মেঘের মন্দিরে ঘন্টধ্বনি-রূপালী জলের কুচি ভেসে আসুক-আমায় শান্ত কর বেহুলা-আমি যে ভেসে যাচ্ছি-

বেহুলা॥ পৃথিবীতে এখন কি ফাল্গুনী পূর্ণিমা?

মহাদেব॥ হ্যাঁ, পৃথিবীতে পূর্ণিমা– কামনা ফুলের রেণু ছড়ায়- ।

বেহুলা॥ ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পন ভিন্ন উপায়হীনের কি আর থাকে। আমার যৌবন গাঙুড়ের জলে ভাসমান পানা নয়-স্বর্গ পূর্ণিমায় আমি বসন্তের রূপবতী নারী -হে ঈশ্বর, তুমি জানো, যে নদী পথ না পেয়ে পাহাড়ের

তলদেশ ফুঁড়ে চলে, সে নদীর– সূচিতা কি থাকে?

মহাদেব॥ নদী পবিত্র হয়, মন্দকিনীর পবিত্র জল হয়ে বেরোয় পাথুরে ছাঁকনীতে। তেমনি তুমিও পবিত্র হবে আমার ঘামে ভিজে ভিজে। পতি ফিরে পাবে আশীর্বাদে। শুরু কর, শুরু কর তোমার নৃত্য-আমি যে মাতাল মৌমাছি মূকুলিত বৃক্ষের কাছে- ।

বেহুলা॥ হে ঈশ্বর ,আমায় ক্ষমা কর। এখন আমি জ্বলন্ত আগুন-প্রতিটি অঙ্গশিখার সরীসৃপ- আমায় দংশন করে। রাত্রির মত আমার চারপাশে অন্ধারের কুন্ডুলী আমি এখন উষ্ণ নদী... দিক হারা, পথহীন...লখিন্দর দেখ, স্বর্গ পূর্ণিমায় আমি এক উপায়হীন নারী...প্রিয় লখিন্দর, শুধু তোমারই জন্যে ...(নৃত্যের মিউজিক বাজে দ্রুত লয়ে, বেহুলা নাচের মুদ্রায় স্টীল থাকে)

মহাদেব॥ অপূর্ব, অপূর্ব, আহ্, আহ্, তোমর নুপুর নিক্কনে, অন্তর দাবানলে ফেটে গেছে পর্বতের বহিরাবরণ, এসো ধরা দাও এ বাহুর বন্ধনে...পতি ফিরে পাবে, “আমায় তুষ্ট

করো, যৌবন দান করো"। (বেহুলার চিবুক তুলে ধরে আলো নিভে আসে।

-স্বর্গখন্ড সমাপ্ত-

মর্ত্য খন্ড

(এক পাশ থেকে নারদ, অপর পাশ থেকে বেহুলা ও লখিন্দর প্রবেশ করে)

নারদ॥ এসো এসো লখিন্দর , এসো বেহুলা, সবুজ গুল্মলতায় ঘেরা মর্ত্য মাটি আবার মুখরিত হোক তোমাদের কলগানে।

লখিন্দর ॥ দেবর্ষি আমার গায়ের বর্ণ?

বেহুলা॥ প্রাণ দিলে দেবতা বর্ণ দাও ফিরে-।

নারদ॥ আমি আশীর্বাদের দেবতা নই –তবে ভাবনা কিসের , সয়ে যাবে সয়ে যাবে সব। মৃত মানব প্রান ফিওে পেলে-দেহ কিছু নয়- কি আছে নশ্বর দেহে?

বেহুলা॥ বুঝি দেবতা, বুঝি সবই-তবু হৃদয় সে যে ব্যাকুল বাঁশী –শুধু কাঁদে-

লখিন্দর॥ কি আছে নশ্বর দেহে, কেন কাঁদে?

নারদ॥ থেমে যায় সুরেলা বাঁশী যদি আসে ঝড়; দিয়ে যাবো যাবার আগে প্রচন্ড জোরে ফুৎকার তোমার কণ্ঠনালীতে-বাঁশীর সুর ছুটে যাবে, থাকবে না কোন কান্না!

লখিন্দর ॥ তাই দাও, তাই দাও দেবতা, বাঁচার জন্যে রূপবান দেহের প্রয়োজন। প্রভাতী সূর্যস্নানে বেরুতে পারি না, আমি কুৎসিত, কাকের কালো বেশ-আমি চাইনে এ দেহ, চাইনে এ প্রাণ-চাইনে বাঁচতে অচ্ছুৎ হয়ে-

নারদ॥ খেলা এলো মর্ত্যে-শান্ত হও, পিছল করোনা পথ। ঘরে যাও, মাতাপিতার হৃদয় জুড়াও আগে।

বেহুলা ॥ ঘরে চলো। তোমার জন্যে স্বর্গে গেছি, এবার না হয় যাবো নরকেই-

নখিন্দর ॥ না আমি যাবো না, যাক ছয় ভাই। পিতামাতার বিদীর্ণ হৃদয় শান্ত হবে তাতেই –এই কলো মুখ নিয়ে আর ফিরে যাবো না।

বেহুলা॥ না প্রিয় মিনতি রাখো

নারদ॥ ফিরে যাও ঘরে

লখিন্দর॥ না, না-আমি আঁধারে লুকিয়ে থাকবো, উজ্জ্বল রোদে বড় ভয়!

বেহুলা॥ দেবতা, দেবতা ওর হৃদয়ে শান্তি দাও, ওকে সারিয়ে তোল। যে কোরেই হোক ওকে ঘরে নিতে হবে- আমার এতো তপস্যা, এতো

বিসর্জন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? লখিন্দর ফিরে চলো-

লখিন্দর ॥ অসহ্য-(বেগে প্রস্থান)

বেহুলা॥ কোথায় চলে- -?

নারদ॥ নিয়ে এসো ওকে-(বেহুলার প্রস্থান) আমি বরং বাকী ছ'জনকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি। হে-হে-আনন্দ লাগছে-আমার বাসনার নীল ঘুড়ি পেলো এখন বাতাসের মধ্যস্রোত। আর একটু বাকী-তাই গাইবো তুম নানা তিলং-হে-হে-হে- খেললাম কিযে খেল্‌টাই-এবার যাই-কোথায় হে তুমরা, ডিংগা থেকে নেমে এসো-(ছয় ভাইয়ের প্রবেশ)

সমবেত॥ কোথায় যাবো-?

নারদ॥ কেন, বাবার বাড়ী-এসো আমার পিছে-(প্রস্থান)

১ম॥ লখিন্দর কোথায়, ওদের ফেলেতো আমরা যেতে পারিনে-

২য়॥ দাদা,চালাকী-বুঝে ফেলেছি সব

৩য়॥ কি চালাকী রে?

২য়॥ আমাদের ফেলে রেখে ওরা আবার পালিয়ে যাবে স্বর্গে-

৪র্থা॥ তা'লে চল ডিঙাতে গিয়েই বসে থাকি, আমাদের আর ফেলে যেতে পারবে না।

৫মা॥ বেশতো ভালোই ছিলাম মরে, স্বর্গ নরকে উড়ে বেড়াতাম হাওয়ায় মিশে; বেঁচে উঠে আবার বিপদে পড়লাম-

৬ষ্ঠা॥ এখানে আবার সংসার করতে হবে। ছেলে পুলে মানুষ, বউয়ের ঝাঁটা-

৪র্থা॥ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটুনী-

২য়া॥ বউ ফেলে বাণিজ্য-

৩য়া॥ দুঃখ কষ্ট-

৫মা॥ অশান্তি-

৬ষ্ঠা॥ জ্বালা-

১মা॥ থাম-মরে তো ভূত হয়েছিলি, রাত দিন কেঁদেছিস বাপ মা, মাটির জন্য- এখন এতো ফুটানি কিসের? লখিনন্দর কোথায় গেল, লখিন্দর – লখিন্দর -(প্রস্থান)

৫মা॥ আরে সুখে ছিলাম স্বর্গে -আহা কি আনন্দ-

৪র্থা॥ সত্যি তাই-ছিলো না কোন দুঃখ জরা-

২য়া॥ দাদা বুঝি চলেই গেলোরে-

সমবেত॥ চল্ চল্-(ছয় ভাইয়ের প্রস্থান। বেহুলা লখিন্দরের প্রবেশ।)

বেহলা॥ অবুঝ হয়ো না লখিন্দর, তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি এটাই আমার সুখ। প্রয়োজন নেই রূপবান পতি, কি আছে নশ্বর দেহের মিথ্যে অহংকারে তোমার কালো রূপই আমার অলংকার, পরম অহংকার-।

লখিন্দর॥ আমার ভেতরে জ্বালা, উপমাহীন অস্বস্তি, আমি তোমাকে বুঝাতে পারছি না- আমার

বেহুলা॥ প্রয়োজন নেই বুঝানোর। শুধু ঘরে ফেরার জন্যেই আমার তপস্যা- স্বর্গের অফুরন্ত সুখ ফেলে ফিরে এসেছি এই নোনা জলের দেশে– শুশু তোমার ভালোবাসায়-

লখিন্দর॥ মাঝে মাঝে মনে হয় , আমার হৃৎপিন্ডে কালো সরীসৃপের হাঁটাহাটি- পিছল কণ্ঠনালী বেয়ে ওঠে। লোলুপ খন্ডিত জিহ্বা বের করে ছাড়ে বিষাক্ত নিশ্বাস। অসহ্য, অসহ্য লাগে, আমার ভালো লাগে না কারো সাহচর্য, এই জলবায়ুর পরম মমতা-

বেহুলা॥ ঝেড়ে ফেলো, ঝেড়ে ফেলো দুঃশ্চিন্তার বোঝা, তোমাকে রক্ষা করে এসেছি স্বর্গ থেকে ভয় নেই আর।

লখিন্দর॥ দারুণ ভয়ে সংকুচিত হয় থাকি সব সময়-

বেহুলা॥ এতো ভাবনা দুঃশ্চিন্তা ত্যাগ কর লখিন্দর, সামনের দিনগুলো হোক রঙিন, হাওয়ায় উড়বে রাধাচূড়ার রেণু, আমার শাড়ীর আঁচল, তোমার দুরন্ত চুল-

লখিন্দর ॥ আমার ভয় হয় বেহুলা, কাউকে বোঝাতে পারি না, কোত্থেকে এ ভয়ের জন্ম। বাসর ঘরের অদৃশ্য ছিদ্র পথের মত, গোপন সুরঙ্গ রয়েছে কোনখানে ভয়ের ঠান্ডা স্রোত আসে সেই পথে-

বেহুলা॥ আর শুনতে চাই না, শুনতে চাইন –তুমি আমার বিজিত লখিন্দর তুমি আমার, একান্তই আমার। চল, ঘরে ফিরি এখন-

লখিন্দর॥ দেবর্ষি আসুক-

বেহুলা॥ বেশ ডিঙায় চল তবে-গাঙুড়ের জলে আলোছায়ার খেলা দেখি- ।

লখিন্দর ॥ তুমি যাও, আমি একাকী থাকবো এখানে-

বেহুলা॥ বেশ-(প্রস্থান)

নারদ॥ লখিন্দর-

লখিন্দর॥ কে- ।

নারদ॥ একা একা কি ভাবছো-চমকে উঠলে যে?

লখিন্দর॥ ওঃ আপনি!

নারদ॥ বলে- না যে, চমকালে কেন ভয়ে?

লখিন্দর॥ না, ঠিক বুঝতে পারছি না-

নারদ॥ কি বুঝতে পারছো না?

লখিন্দর॥ আমি ঠিক বুঝাতে পারছি না, কেমন যেন হুংকার –হিস্ হিস্-

নারদ॥ ক্রুদ্ধ নাগের নিশ্বাস?

লখিন্দর॥ হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকমের-

নারদ॥ (খুশী) হে-হে-ওটা বেরুচ্ছে আমার ভেতর থেকে, এই মর্ত্যের জলবায়ুতে আমার কষ্ট হয় কিনা-

লখিন্দর॥ আমাদের জন্য এত কষ্ট কেন আপনার-?

নারদ॥ মমতায় বাঁধা পড়ে গেছি-তোমার অপূর্ব লাবণ্যে পিতৃস্নেহের সঞ্চার হয়েছিল, অথচ এখন তোমাকে দেখলে দুঃখ হয়, কেমন যেন-

লখিন্দর॥ বলুন-

নারদ॥ কেমন যেন শিউরে উঠি, ঘৃণা হয় মনে হয় দৃষ্টিতে অশৌচ কিছু আটকে গেছে- স্বর্গে ফিরে দিব্য জলে ধৌত করতে হবে-

লখিন্দর॥ ঘৃণা হয় আপনার-?

নারদ॥ আর থাকবো না বেশীক্ষণ, আকাশে দারুণ মেঘ, বৃষ্টিপাতে ভাসমান অশুচতায় স্বর্গীয় ঢেঁকি অচল হয়ে যেতে পারে-যা বলছিলাম, তোমাকে দেখলে এখন ঘৃণায় দৃষ্টি রোধ হয়ে আসে-স্বর্গীয় হৃদয় আর তোমাকে দেখতে চায় না। এমন তো হবার কথা ছিলো না, শুধু বেহুলার পাপ কর্মের ফলে-

লখিন্দর॥ পাপ কর্মের ফলে? বুঝতে পারছি না ঠিক, বলুন, বলুন দেবর্ষি-আমার দেহ বর্ণ কালো হবার মত কি পাপ করেছে বেহুলা?

নারদ॥ না- কিছুই নয় তেমন– বেহুলা তো তোমাকে তপস্যার বলে বাঁচায়ে তোলেনি তাই-

লখিন্দর ॥ তবে কিসে? কিসের জোরে বেহুলা আমার প্রাণ ফিরে পেলো- বলুন দেবর্ষি চুপ করে থাকবেন না, বলুন।

নারদ॥ প্রকাশিত অগ্নির চেয়ে দাবানল বেশী ক্ষতিকর, তাছাড়া সত্য প্রকাশেই মঙ্গল

...বলেই ফেলি-তোমার প্রাণ বেহুলা কর্তৃক মহাদেবের মনোরঞ্জনে-

লখিন্দর॥ না, না বিশ্বাস করি না- বিশ্বাস হয় না-

নারদ॥ তোমরা মানবেরা আবার নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করো না। আছে, প্রমাণ আছে- ।

লখিন্দর ॥ কই, কোথায় সেই প্রমান?

নারদ॥ এই হৃদয়ে চিত্রিত করে রেখেছি-দেখবে?

লখিন্দর॥ হ্যাঁ, দেখবো।

নারদ ॥ দেখ তবে-(বুকের সাথে লখিন্দরের মাথা ঠেসে ধরে)

লখিন্দর ॥ না, না একি সত্য -নাকি স্বপ্ন!

নারদ ॥ হে-হে-হে- স্বপ্ন নয়, সত্য। প্রমাণ পাবে বেহুলার প্রভাত বমনে, উদরে জারজ বৃক্ষ বাড়ে দিন দিন-চলি হে-আমাদের স্বর্গ নিবাস কালব্যাপী হোক-(প্রস্থান)

লখিন্দর ॥ দেবর্ষি নারদের হৃদয়ে যে চিত্র দেখলাম- রঙ্গিনী বেহুলা। আলুলায়িত কেশ, স্বর্গীয় আবরণে আবৃত দেহ-ঘোলাদৃষ্টি। আমিও দেখেছি সেই মুখ লোহার বাসরে। প্রণতির ভঙ্গীমায় উচ্ছলিত মহাদেবের দুই হাতে পিষ্ট

চিবুক-দ্রাক্ষাফলের মত হঠাৎ ফেটে যাবার পূর্বমুহূর্ত। তপস্যা-। হাহ্- এই তপস্যার বলে? বেহুলার এই তপস্যার লখিন্দর আমি। হয় দুর্ভাগা লখিন্দর, দৃষ্টি উপড়ে ফেলো ক্রুদ্ধ নখে, কি লাভ জ্বালা রেখে, যে চোখের পাথরে খোদাই নগ্নচিত্র!

আমায় ক্ষমা কর জননী, ক্ষমা কর পিতা, তোমাদের হৃদয় জুড়ানোর ক্ষমতা আমার নেই, কারণ আমি মৃত। আমি মরে গেছি সেই কবে সাপের বিষাক্ত ছোবলে-দেহের মাংস আমার পচে গলে শেষ হয়ে গেছে। শুধু আছে লখিন্দরের কংকাল। মানুষ মরে গেলে ফিরে আসে না, এটাই পরম সত্য-আমি লখিন্দর আর ফিরবোনা...এই দেহ আমার হাড়ের খাঁচা বেহুলার ক্লেদ আর পাপ...(প্রস্থান)(বেহুলার প্রবেশ)

বেহুলা ॥ কোথায় আবার গেল, কিযে হয়েছে এই মানুষটার! দেহের বর্ণ কালো হয়েছে, ধরণী অশুদ্ধ হয়েছে তাই? কালো মানুষ কি নেই জগতে – ঘর সংসার করেনা তারা? রোগ আছে, আছে তার প্রতিকার, আছে ঔষধি-

ব্যবস্থা হবেই একটা। লখিন্দর, আমি কি বুঝিনা তোমার কথা। কি না করেছি তোমার জন্যে–শুধু তোকে ভালোবাসবো বলে বেঁচে আছি– নইলে এ ঘৃণার দেহ বিসর্জন দিতাম।

(স্বর্ণরেখা ও চাঁদ সওদাগর প্রবেশ করে)

(স্বর্ণরেখা ও চাঁদ সওদাগর প্রবেশ করে)

স্বর্ণরেখা ॥ লখিন্দর, লখিন্দর–কোথায় লখিন্দর আমার–

চাঁদ ॥ কই, কোথায় তুই বাপ–

স্বর্ণরেখা ॥ কে বাছা ওখানে দাঁড়িয়ে–?

চাঁদ ॥ তুমি জানো, কোথায় লখিন্দর আমার?

বেহুলা ॥ আছে বাবা, আপনার লখিন্দরকে ফিরিয়ে এনেছি।

স্বর্ণরেখা ॥ কে? বেহুলা! বাছা আমার আয় বুকে, বুকে আয় ফিরে–।

চাঁদ ॥ বেহুলা ফিরে এসেছিস! কোথায় কানি মনসা, দেখ, নয়নের মনি আমার নয়নেই ফিরে এসেছে আমার বিজিত ফসল, লখিন্দর কই, কই মা আমার মানিক কোথায়?

স্বর্ণরেখা ॥ কতকাল অন্ধকার চোখে চম্পাই নগরীর ঘাটে বসে প্রতিক্ষায় বয়স বাড়িয়েছি মা, শুধু তোদের প্রত্যাশায়।

চাঁদ ॥ তোমার আশালতায় ফুল ফুটেছে শিব শংকরের করুণায়। মুখপোড়া মনসা তোর মুখে আগুন জ্বলুক চিরকাল।

স্বর্ণরেখ ॥ বেহুলা, সতী লক্ষী মা আমার, মিছে কত দুষেছি, ক্ষমা কর।

বেহুলা ॥ অমন কথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না মা।

চাঁদ ॥ মা আমার তপস্বিনী বীরাঙ্গনা, কোথায় চেংমুড়ি কানি-হারলি তো, হারলি তো আমার মায়ের কাছে!

বেহুলা ॥ বাবা, আপনার সুকৃতির জন্যেই লখিন্দর প্রাণ পেয়েছে।

লখিন্দর ॥ না মা, আপন তপস্যাতেই সিদ্ধি লাভ হয়েছে তোর , পতি ফিরে পেয়েছিস আপন তপস্যা বলেই-আমি শুধু দিয়েছি জিদের আশীর্বাদ। আমার সুকৃতি, আরতির ধূপাধারে সব পুড়ে শেষ হয়েছিল-

স্বর্ণরেখা ॥ থামো, থামো তুমি–

চাঁদ ॥ বলতে দাও তারে, যে পাখীর গান থেমেছিল–কতকাল ছিল বসন্ত

পলাতক–আবার এসেছে ফিরে, গান গা'ক তবে, বাধা দিওনা।

স্বর্ণরেখা ॥ ভাগ্যবতী সুমিত্রার বালিকা তুই কেন এলি না মা আমার জঠরে –হতভাগী আমি।

বেহুলা ॥ জঠরে আসিনি বলে আপনি কি জননী নন? আমি ভাগ্যবতী, আপনাকে মা বলে ডাকার অধিকার আছ তাই।

স্বর্ণরেখা ॥ এই বুঝি সুখ-দুঃখের খান্ডব দাহন শেষে অমৃত সিঞ্চন। আহ্ পরমেশ্বর, সব তোমার ইচ্ছা, ভাঙে আর গড়ে যেন ভাগ্য নদীর পাড়।

স্বর্ণরেখা ॥ লখিন্দর কোথায় মা–?

বেহুলা ॥ আছে । চলুন আমরা ডিঙাতে গিয়ে বসি।

চাঁদ ॥ চল, চল–(সবাই চলে যায়। লখিন্দর প্রবেশ করে।)

লখিন্দর ॥ জগতের মানুষকে এখন যদি বলি, একদিন আমি গৌরবর্ণ ছিলাম, কেউ কি বিশ্বাস করবে সে কথা? জানি, মানুষের বিশ্বাস এমনই ভঙ্গুর–দিনকে রাত হতে দেখেও বিশ্বাস করেনা –দিন কখনো রাত হতে পারে। হায় গৌর লখিন্দর, এখন

কল্পলোকের ছবি। পাপীয়সী বেহুলা, এই অসূচী কংকাল ফেলে থাকতিস না হয় স্বর্গীয় নটী হয়ে– ঘৃণা করি, তোকে আজ মনে প্রাণে ঘৃণা করি। (প্রস্থান)

(ক্রুদ্ধ চাঁদ, উৎকণ্ঠিত স্বর্ণরেখা ও বেহুলা প্রবেশ করে।)

চাঁদ ॥ অসম্ভব, হতে পারে নাম, অসম্ভব। কিছুতেই আমি মনসাকে পূজা দিতে পারিনা– পূজা পাবার উপযুক্ত সে নয়–

বেহুলা ॥ আমি যে স্বর্গে কথা দিয়ে এসেছি বাবা–

চাঁদ ॥ কেন কথা দিলে, কোন অধিকারে? প্রয়োজন নেই সাত পুত্র, প্রয়োজন নেই চৌদ্দ ডিঙা-বিশ্বাসে অটল হিমাদ্রি আমি!

স্বর্ণরেখা ॥ স্থির হও, স্থির হও–

চাঁদ ॥ আমি কি স্থির নই? ছয় পুত্রকে একে একে দংশনে হত্যা করলে মনসা– আমি কি স্থির ছিলামনা? আমার বাণিজ্যের সোনার চৌদ্দ ডিঙা কৃত্রিম ঝড়ে ডুবিয়ে দিল, আমি স্থির ছিলাম না? আমার সুপ্রিয় অভিজ্ঞান চুরি করলো মনসা–তখন কি দেখেছো আমার মধ্যে এতটুকু চিত্ত চাঞ্চল্য? প্রিয় পুত্র

লখিন্দর বাসর রাতে মরলো নীল বিষে–
আমি কি অস্থির হয়েছিলাম তাতে?

বেহুলা ॥ বাবা, দোহাই আপনার।

স্বর্ণরেখা ॥ দোহাই তোমার, স্থির হও–

চাঁদ ॥ স্থির আছি, স্থির মস্তিষ্কে বলি শোন, আমার প্রিয় সাত পুত্র, বাণিজ্যের চৌদ্দ ডিঙা, সব দূর হয়ে যাক।

বেহুলা ॥ না!

স্বর্ণরেখা ॥ কেমন করে তুমি ও কথা বলতে পারো–

চাঁদ ॥ পারি অভ্যাসে, আমি তো ভুলে গেছি সব। অলক্ষুণে কথা তাই মুখে বাধেনা। আমি পুত্রহীন পিতা, সাপের ছোবলে আমার সুখ নীল হয়ে গেছে, সতীলক্ষী পুত্রবধূ বাসর রাতে হয়েছে বিধাবা- ।

বেহুলা ॥ বাবা,বাবা, অনুরোধ করি স্থির হ'ন, যা ইচ্ছা করবেন। একবার আমার কথা ভাবুন, রাত্রিদিন কত দিন জানিনে, একাকী ভেসেছি গাঙুড়ের জলে মৃত পতি নিয়ে-গাঙুড়ের ঢেউয়ে একে একে ধুয়ে গেছে দেহের লাবণ্য।

চাঁদ ॥ আমি বিসর্জন দিয়েছি সব, পুত্র, পুত্রবধূ। ঝড়ে যে বৃক্ষের পাতা ঝরে গেছে, সে বৃক্ষের আবার ঝড়ের কি ভয়-আমি পাতাহীন বৃক্ষ- ।

বেহুলা ॥ লখিন্দরের পায়ের কাছে আমি বসে, মাথার উপরে কত পূর্ণিমার চাঁদ বয়ে গেছে– কত হরিদ্রাভ দুপুর–অস্তবেলার রক্ত নদী দেখে প্রার্থনা করেছি–হে ঈশ্বর, আর কতদিন–কতদিনে পাবো স্বচ্ছ জলের দেশ-

স্বর্ণরেখা ॥ হৃদয় নরম কর দোহাই তোমার– ।

চাঁদ ॥ পাথরের কাছে মিছে আর্তনাদ–

বেহুলা ॥ কতদিন জানিনা, মৃত পতির পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছি সন্ধ্যা পূজায়। কখনো ভাবিনি পতি মৃত–ঘুমিয়ে রয়েছে যেন বিয়ের সাজে–ক্লান্ত দেহ নিয়ে

চাঁদ ॥ চুপ কর–ওভাবে বলিসনে, আমায় সুখে থাকতে দে–আমি বড় সুখে আছি। হৃদয়ের সব ঘা শুকে গেছে দীর্ঘশ্বাসের উষ্ণ হাওয়ায়–জাগতিক গুণে। চুপ কর, চুপ কর–বিষাক্ত শর ছুটে আসে তোর বিলাপে– ।

স্বর্ণরেখা ॥ হা ঈশ্বর, কোন পাপে আমার ঘরে চিতা জ্বলে –তুমিই জানো, কি সুখে তোমার এই

খেলা, মাতৃ হৃদয় নিয়ে একবার এসে দেখে যাও।

বেহুলা ॥ বাবা, ডিঙায় ফিরে চলুন–পায়ে পড়ি–(বেহুলা ও স্বর্ণরেখা চাঁদকে ধরে নিয়ে যায়।) [ছয় ভাইয়ের প্রবেশ।]

২য় ॥ যা বলেছিলাম, মনে হচ্ছে তাই–

১ম ॥ কি বলেছিলি–?

২য় ॥ বাবা-মাকে নিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে স্বর্গে–।

৩য় ॥ সেই জন্যে আমি তখুনি বলেছিলাম, ডিঙা থেকে নামিসনে –এখন দেখ, আমার কথা ঠিক হলতো–!

৪র্থ ॥ হুঁ হুঁ বাবা, আমরা তোমাদের চেয়ে কম চালাক? ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে– উহুঁ, তা আর হচ্ছে না–

৫ম ॥ তা'লে লখিন্দর আসুক, সোজাসুজি বলবো–এই কি তোদের আক্কেল–আমরা হলাম তোদের দাদা, আর আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাবি?

১ম ॥ সত্যি ওরা যাচ্ছে কিনা–সেটা না জেনে কি করে বলি, হাজার হলেও বেহুলা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে–

২য় ॥ হুঁ উদ্ধার করেছে। আমরা কি চেয়েছিলাম বাঁচতে? বেশ ছিলাম– সংসারে এনে দিল, এবার ঘর সংসার কর।

৩য় ॥ জঙ্গল থেকে জানোয়ার ধরে এনে ঘাড়ে জোয়াল চাপানো আর কি–।

৪র্থ ॥ রসিকতা করিসনে, এখন কি হাসির সময়? কপালে যে কি আছে। এতবড় ষড়যন্ত্র ওরা ইঁদুরের মত মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কতদূর গেছে জানিস?

সমবেত ॥ কতদূর–?

৪র্থ ॥ অনেক দূর–মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে স্বর্গে, ঐযে নীল পাথরটা আছে না?

৫ম ॥ হ্যাঁ, দেখেছি তা–

৪র্থ ॥ ঐখানে।

৬ষ্ঠ ॥ তা'লে তো আর দেরী করা যায় না– খোঁজ, খুঁজে দেখ তাড়াতাড়ি...(কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে ওঠে।)

৫ম ॥ এই পেয়েছি, পেয়েছি–।

সমবেত ॥ কি পেলি–গর্ত? দেখি, দেখি–

৪র্থ ॥ দেখ, পায়ের ছাপ আছে নাকি... আছে?

২য় ॥ নাতো–

৪র্থ ॥	তা'লে অন্য গর্ত খোঁজ করে দেখ।
১ম ॥	ওরে গাধা–
সমবেত ॥	দাদা–
১ম ॥	গর্ত খোঁজার আগে, বলতো একটা ধাঁধা–
সমবেত ॥	কি?
১ম ॥	বল, স্বর্গের চারদিকে কি?
২য় ॥	চারদিকে ঘন বন।
১ম ॥	ধ্যাৎ–
৩য় ॥	পাহাড়ে ঘেরা।
১ম ॥	হলোনা।
৪র্থ ॥	চারদিকে শুধু জল আর জল, মনে হয় স্বর্গ–দীঘির জলে ভাসা একটি পদ্ম।
১ম ॥	ঠিক বলেছিস।
২য় ॥	আমারো মনে ছিল, মুখ ফসকে গেছে।
৩য় ॥	আমার মনেই ছিলোনা, স্বর্গে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি তো!
১ম ॥	তা'লে বোঝ, ইঁদুরের মত গর্ত করে ওরা যায়নি, –যদি যায় তা'লে ডিঙায় চেপে, নইলে পাখীর মত উড়ে–শূন্যি পথে–
৫ম ॥	তা'লে দাদা, আমি ঐ গাছে চড়ে বসে থাকি–

৬ষ্ঠ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই ঐ গাছটায়, আমি ও পাশেরটায়–আর তোমরা সবাই নীচে বসে থাকো, যাতে ডিঙা ছেড়ে না যেতে পারে।

২য় ॥ এই তোরা এদিকে আয় শোন, শোন।

৫ম ৬ষ্ঠ ॥ বল, কি বলবি

২য় ॥ যদি ধর ওরা চলেই গেছে, তা'লে তো আর কোন লাভ নেই গাছে চড়ে–

৩য় ॥ এ্যাঁ, বলিস কি

৪র্থ ॥ আবার সংসার

৩য় ॥ তার চেয়ে ডুবে মরি জলে। নাহয় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলি গাছের ডালে–

১ম ॥ চৌদ্দ ডিঙা পাটুনী বন্দরের লাভের বেসাতিতে ভরা–মরবি কোন দুঃখে?

৪র্থ ॥ তা'লে বাটোয়ারা আবার কিরে?

৪র্থ ॥ না বাপু, ধন সম্পদ বলে কথা–তোমাদের সাথে ঝগড়া ফেসাদ করতে পারবো না–আমি নেবো চার খানা ডিঙা

৫ম ॥ চোদ্দখানার মধ্যে তুই কেন চারখানা নিবি?

৪র্থ ॥ আমার দুখানা, লখিন্দরের একখানা, আর বাবামার,একখানা...এই আমি চললাম–(প্রস্থান)

২য় ॥ বাবা কিন্তু তোর চেয়ে আমাকেই বেশী ভালোবাসে, দেখলিনে কেমন গলা জড়িয়ে কাঁদলো...

৩য় ॥ দাদা, ওকে ঠেকাও–ওযে বেশী নিয়ে নিলো।

১ম ॥ চল, সবাই মিলে ওকে শায়েস্তা করিগে–পাজী নচ্ছার–

সমবেত ॥ চলো, চলো।(প্রস্থানোদ্যত–চতুর্থের প্রবেশ।)

৪র্থ ॥ যায়নি, যায়নি–বসে আছে–ডিঙার মধ্যে বসে আছে–

৬ষ্ঠ ॥ তুই কিন্তু বেশী চাইলে ভালো হবেনা বলে দিচ্ছি–

৪র্থ ॥ ফেলে দে তোর ডিঙা ভরা বেসাতি–আমি যাবো স্বর্গে, কি হবে ওসব আবার দিয়ে–

১ম ॥ চল,আমরা বাবামার কাছে গিয়ে বসি–

সমবেত ॥ চল যাই–(সবার প্রস্থান। বেহুলার প্রবেশ।)

বেহুলা ॥ বাবাকে কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না, বারবার মনসা দেবীকে তিনি অশ্লীল ভাষায় গালি দিচ্ছেন –কপালে যে কি আছে– বিধাতাই জনেন। জানিনে সেই অন্ধ গণৎকারের কথাই শেষমেষ সত্য হবে কিনা–

আমার কপালে বর আছে ঘর নাই। তুমি পাশে থাকলে আমি শক্তি পাই অথচ তোমার কোন দেখা নাই এখনো কি তুমি ছেলেমানুষ, যে বনফুলের বেসাতি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা – অথবা চৈত্র দুপুরে উষ্ণ বাতাসে শরীর পুড়িয়ে ধান ক্ষেতে ছুটোছুটি আর ভালোলাগে না।

হায় বিধাতা আমার নিদ্রাহীন চোখের দুঃস্বপ্ন কি যাবেনা? আর ভাবতে পারি না, লখিন্দর তুমি আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও লখিন্দর–বাবাকে তুমি বোঝাও–কোথায় তুমি,(উচ্চস্বরে)লখিন্দর লখিন্দর...(বেহুলার প্রস্থান। লখিন্দর প্রবেশ করে।)

লখিন্দর ॥ ডাকছে আমায়, আমায় খোঁজে বেহুলা– আমি তো অস্তিত্ব বিহীন অন্ধকার –বিশাল বায়ুর মিছিলে ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস। আমার এ মিশমিশে ত্বক নয় কোন বসন, যে উল্টো করে পরবো! চিতায় জ্বলিনি–জ্বলছি পাপের আগুনে। কি করবো এই দেহ নিয়ে, ব্যর্থ উর্ণানাভের মত ঝড়ো হাওয়ায় আমার সিন্ধান্তের জাল বুননি, কেবলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে

জড়িয়ে যায় বাতাসের পাকে। কোথায় পালাবো! আহ্ – যন্ত্রণার ছায়া – পিছে পিছে লেগে থাকে– (বেহুলার প্রবেশ)

বেহুলা ॥ একা এখানে দাঁড়িয়ে আছ– সেই কখন থেকে বাবা-মা অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে... আমিও কত খুঁজে এলাম। নির্বোধের মত কোথায় যাও, তুমিই খবর জানো তার– অথচ এদিকে কি দুঃশ্চিন্তা আমার–।

লখিন্দর ॥ (স্বগত) সম্মুখ যুদ্ধে এবার হাজির হতেই হবে।

বেহুলা ॥ কি, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আজ আমার আনন্দের দিন, কেউ কি ভেবেছিল তোমায় নিয়ে ফিরে আসবো! তোমার মুক্তি– আমার অভিযানের পুরস্কার !

লখিন্দর ॥ (স্বগত) এবার আর পিছু হটা নয়, সোজা ছুঁড়বো সরল বান। বেহুলা তুমি আমার ভেতরে বিষ বৃক্ষ রোপন করেছ... ভালোবাসার মৃদু উত্তাপকে করেছ দগদগে আগুন...

বেহুলা ॥ কি হলো, আচ্ছা মানুষ তো তুমি! কথা নাই পাথরের মূর্তি– একটা কিছু বল লখিন্দর,

তুমি কথা না বললে আমার দারুণ খারাপ লাগে– কই কিছু বল–?

লখিন্দর ॥ (প্রকাশ) মৃত মানুষ কি কখনো কথা বলে? বলে না। আমি মরে গেছি বহুকাল আগেই। দেহ নেই, নেই মানুষের অবয়ব। শুধু একবোঝা পাপ জেগে আছে– তাও বিলীন হবে কালের গর্ভে–

বেহুলা ॥ না –অমন কথা মুখে এনোনা লক্ষ্মিটি–

লখিন্দর ॥ ধবল জংঘায় ঘূণ লেগেছে – অপেক্ষা করছি বিলীনের, আমি মৃত, দেহের ত্বক বৃক্ষের বাকলের মত নিরুত্তাপ।

বেহুলা ॥ না,না,না। তুমি বেঁচে আছ, আছে হাড় মাংশ, রক্তে গড়া অবয়ব– এই দেখ (হাত ধরে।)

লখিন্দর ॥ (ক্রোধে) হাত ছাড়ো–! কামার্ত পিশাচিনীর লালা জমে জমে এই কাঠামো –আমার ঘৃণা এ দেহের প্রতি!

বেহুলা ॥ কি বলছো তুমি?

লখিন্দর ॥ আমার হাড়ের কাঠামোতে যে ভালোবাসা ছিল, সেখানে ঢুকেছে ক্লেদ, পবিত্র প্রেমের ভুমিতে লকলকিয়ে বেড়েছে একজনের

পাপ– বিশাল মহীরুহ, বিষফলে ভারানত বৃক্ষ–পাপবৃক্ষ!

বেহুলা॥ থামো, আর শুনতে চাই না–

লখিন্দর ॥ মুখ বুঁজে ছিলাম। আঘাতে আগল ভেঙেছে, কথার পাখীগুলো ঝটপট ডানা ঝেড়ে বেরুচ্ছে এখন– অমৃত হলেও অমৃত, বিষ হলেও বিষ!

বেহুলা ॥ বিষে আমি জর্জরিত লখিন্দর, অমৃত চাই এখন, আমায় অমৃত দাও।

লখিন্দর ॥ বিষ বৃক্ষ রোপন করে অমৃত দূরাশা। আমি জেনে গেছি সব–জেনে গেছি দেবর্ষি নারদের মুখ থেকে। আর স্ফীত উদর জ্বলন্ত প্রমাণ!

বেহুলা ॥ চুপ কর। গলিত শবের গন্ধে যখন মাথার উপর শকুন উড়তো, এ দেহ তাদের লোলুপ পাখার আঘাতে হয়েছে বিক্ষত– তোমার মৃত দেহ রক্ষা করেছি পিঠের তাজা মাংশ দিয়ে। লখিন্দর, তোমর শরীরের রক্তের গন্ধে ছুটে এসেছে কচ্ছপের দল। এই দেহ চিরে তাদের রক্ত পানে তৃষা মিটিয়েছি।

লখিন্দর ॥ কে বলেছিল তোমায় রক্ত দিতে–আপন দেহ দিয়ে একটা লাশ আগলে রাখতে?

বেহুলা ॥ মমতায়–ভালোবাসায়...।

লখিন্দর ॥ মমতা, ভালোবাসা? ধিক্ সেই ভালোবাসাকে, একজনকে ভালোবাসার জন্যে অপর একজনের মনেরঞ্জন! তোমার ভালোবাসা কামার্ত নারীর স্বপ্ন বিলাস মাত্র!

লখিন্দর ॥ নয়তো কি? যদি ভালোবাসতে, তবে কেন আমার চিতা জ্বালিয়ে পুড়ে মরলেনা, আমার ভালোবাসায় কেন গলায় দড়ি দিলেনা, মরলেনা কেন জলে ডুবে?

বেহুলা ॥ বাঁচতে চেয়েছিলাম, তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম লখিন্দর। জীবনের সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে এই জীবনে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম।

লখিন্দর ॥ দেহ দিয়ে? দেবতার মনোরঞ্জন করে? সে বাঁচাকে আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি সমস্ত অন্তর দিয়ে।

বেহুলা ॥ পতি বিনা নারী গতিহীন –উপায় ছিলোনা লখিন্দর, দয়া করে আমায় ক্ষা কর–আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

লখিন্দর ॥ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য –যে অপরাধ ভুলে থাকা যায়, কিন্তু যে অপরাধ জীবনের প্রশান্তি

প্রচ্ছায়ায় জ্বালায় পাথুরে কয়লার আগুন, সে অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য–!

বেহুলা ॥ লখিন্দর, যার বিনিময়েই হোক, তোমাকে জয় করে এনেছি।

লখিন্দর ॥ দাবী কর? তবে ফিরিয়ে দাও আমার মৃত্যু –প্রয়োজন নেই এ দেহের–।

বেহুলা ॥ লখিন্দর, কতদিন ঘুমাইনি –রক্তজবার ছোপে ছোপে চোখের আবরণ রঞ্জিত হয়েছিলো। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়েছে, তুমি যেন বলছো–আমার অসুখ ভালো করে তোল বেহুলা–আমি যে মৃত জীবন আর সইতে পারছিনা!

লখিন্দর ॥ স্বপ্নবিলাসী চিত্তের ভুল, বাঁচার সাধ আমার নীল বিষে নীল হয়ে গেছে। মৃত মানুষের কোন সাধ থাকে না। (চাঁদ, স্বর্ণরেখা, ১ম ও ২য় ভাইয়ের প্রবেশ।)

স্বর্ণরেখা ॥ কার সাথে কথা বলিস মা– কে ঐ কালো মুখো ছেলে?

১ম ॥ ঐ তো আমাদের লখিন্দর–।

চাঁদ ॥ লখিন্দর তো কালো ছিলো না, সোনালী ত্বকের লখিন্দর কই–? বুঝেছি, মনসার রসিকতা

লখিন্দর ॥ তোমাদের পুত্র লখিন্দর আমি নই–

১ম ॥ বাবা, স্বর্গ থেকে ফেরার পথে, পৃথিবীর আলো বাতাসের স্পর্শে ওর দেহ বর্ণ কালো হয়ে গেল।

২য় ॥ এখন পাথুরে কয়লার মত হয়েছে।

চাঁদ ॥ কিন্তু কেন? পৃথিবীর জল বায়ুতে বেড়ে ওঠা গৌর বর্ণ দেহ কেন কালো হয়ে যায়!

বেহুলা ॥ জানিনা বাবা, আমি কিছুই জানিনা।(দুই ভাইয়ের প্রস্থান।)

লখিন্দর ॥ আমি জানি, পাপের বর্ণ কালো। আমার দেহ কেটে দেখ, গলিত শবের গন্ধ এখনো রয়েছে–মাংসভুক কীটের দল সারা দেহ কিলবিল করে-

চাঁদ ॥ কিসের পাপ? নাকি মনসার কৌতুক –আমার অভিজ্ঞান চুরি করে, মনের খুশীমত বিকৃত করে তাকে ফির দেয়া! মরার আগে নোতুন স্বাদে জ্বালাতে চাস মনসা! তোর জ্বালানো

সব চিতার মধ্য দিয়ে আমি হেঁটে এসেছি, এখনো বেঁচে আছি–এই মাথা এখনো উঁচু– ।

স্বর্ণরেখা ॥ ওগো, তোমরা দাঁড়িয়েই কথা বলবে? আহা বাছারা, তোদের মুখ শুকিয়ে গেছে। চল সবাই ঘরে ফিরি। লখিন্দর, নয়নের কালো মনি আমার, চল বাবা, ঘরে ফিরি– ।

লখিন্দর ॥ এই ক্লেদের দেহ নিয়ে আমি ফিরে যাবোনা।

চাঁদ ॥ কোথা যাবি?

লখিন্দর ॥ আমি পালিয়ে যাবো অন্ধকারের দেশে। পুঁথিগন্ধের দেহ ভেঙে ছড়িয়ে পড়বো সারা রাতময়–ঝেড়ে ফেলবো দেহের ঘৃণ্য কীট।

স্বর্ণরেখা ॥ না বাবা, কে বলেছে ঘৃণ্য। আমি জননী যে তোর! শিশু পুত্রের ক্লেদময় দেহ শুচি হয় মায়ের পরম স্নেহে। আজ আমার মমতায় তোর সব ক্লেদ ঝরে যাবে অপাংক্তেয় পালকের মত– চল, ঘরে চল বাবা–

লখিন্দর ॥ না,না, আমার ভেতরে অশান্তি, দয়াবতী জননী পারে না জুড়াতে সে জ্বালা। আমার বুক চিরে দেখ, বিশাল এক কালো অজগর বাসা বেঁধেছে এখানে –পিছল শীতল স্পর্শ। আমি ওপারের শ্মশানঘাটে পতিত এক মৃত

ছুঁয়ে দেখে এসেছি- মৃতের গন্ধ বেরোয় আমার নিঃশ্বাসে।

বেহুলা ॥ বাবা, কেউ যদি ক্ষুধার্ত বাঘের ঘরে যায়–কি তার পরিণতি?

চাঁদ ॥ শক্তিশালী থাবার আঘাতে নিহত হওয়া–

বেহুলা ॥ কিন্তু কপাল গুনে কেউ যদি ফিরে আসে! সেকি আসতে পারে ক্ষতহীন দেহে? তার অমল দেহে কি থাকে না এতোটুকু আঁচড়?

চাঁদ ॥ জটিল এ প্রশ্নের উত্তর –ঐ প্রশ্ন কেন তোর? বেহুলা আমার ভাগ্যবৃক্ষে বিষ ফল বাবা, ছিঁড়ে ফেলতে চাই তার অপরিপক্ক ফল। হায় বিধাতা, অকালে কুসুম ঝরে কত, কত শিশু মরে ভূমিষ্ঠ হয়েই, আমি কেন রয়েছি বেঁচে? এই পৃথিবীর লাল কালো মাটির দেশে আছে কত বেহুলার ভস্মিত দেহ–অথচ বাঁচার জন্যেই –সুখের জন্যেই–!

চাঁদ ॥ বিলাপের স্বরে কেন হৃদয় বিদীর্ণ করিস –বল যা বলবি, কাজ আছে আমার–।

লখিন্দর ॥ বলে ফেলো–বলে ফেলো তোমার তপস্যার কথা। থমকে গেলে কেন–শরম লাগে? জানা হলো যে লতা অবলীলায় চড়ে কোন

বৃক্ষে–তারও শরম আছে। নাকি ছলনার মরু নদী, জল নেই তবু আছে জলের চমৎকার দৃশ্য!

স্বর্ণরেখা ॥ একি! আমার লখিন্দরের ভাষা তো এমন ছিলোনা?

লখিন্দর॥ তোমার লখিন্দরের বুকে বসন্তের বাগান ছিল, সেবখানে ফুটতো ফুল– সেখানে আজ ফেনিয়ে ওঠা মধুকর নেই, আছে মাছির দল!

চাঁদ ॥ স্বর্গ থেকে আমার জন্য এই কৌতুক নিয়ে এসেছিস? বাহ্ !

লখিন্দর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ–বুক ভরা জ্বালা আর ধূমেল আগুন। চিতায় পোড়াওনি তাই, চিতা জ্বালিয়ে এনেছি। (বেহুলাকে) বল কি বলছিলে–?

বেহুলা ॥ বলবো, সবই বলবো আমি–আজ আমার মিথ্যা তপস্যার অহংকার গুড়িয়ে যাবে ধিক্কারে –তবু বলবো, মানবিক বোধে যে পাপ করেছি, ধিকৃত হব মানবিক বোধেই। যদি কারো হৃদয় বিষিয়ে ওঠে ক্ষমা করো। বাবা, আমায় ক্ষমা করবেন, মা, বিধাতা এ দাসীর কপালে যা লিখেছিল, ফলে গেল

এতদিনে। বাবা, স্বর্গে বাঈজী হয়ে নেচেছি, তার পুরস্কার ঐ চৌদ্দডিঙা–

চাঁদ ও স্বর্ণ ॥ না

বেহুলা ॥ দেহের বেসাতির বিনিময়ে পেয়েছি আপনার সাত ছেলের প্রাণ –

চাঁদ ও স্বর্ণ ॥ না,না–

চাঁদ ॥ মঙ্গলময় দেবতা এত নিষ্ঠুর নয়–।

বেহুলা ॥ দেবতারা মাংসাশী কীট, রুপের আগুনে তারা আনন্দে করে অবগাহন। মানুষের উপাসনা মানুষের মুখেই থেকে যায় বাবা, দেবতার তোরণ পেরোয় না কখনো!

স্বর্ণরেখা ॥ বিশ্বাস কোর না ওর কথা!

চাঁদ ॥ মিছে কথা, মিছে কথা সব–আমি মঙ্গলময় শিবের পুজারী–

লখিন্দর ॥ না, মিছে কথা নয়। দেবর্ষি নারদের হৃদয় চিত্রে নিজে দেখেছি রঙ্গীনি বেহুলাকে, দেখেছি বেহুলার প্রভাত বমন।

চাঁদ ॥ না,না হতে পারেনা। বল তোরা, মিছে বলছিস সব–আমার সহ্যের পাথুরে ভিত্তি টলোমলো হয়ে যায়–

বেহুলা ॥ সব কথা সত্য বাবা। আমার দিব্য দৃষ্টি নেই পারিনে পূণ্যের বিচার করতে, তবু মনে হয়–পতি ভক্তি দেবতার আদেশ পালন করেছি যথাযথ। দেবতার বিচার দেখেছি নিজ চোখে, আমার পূণ্যের ঘর শূণ্য মরু, নেই সেখানে দেবতার সহানুভূতির এতটুকু ছায়া।

চাঁদ ॥ তবে কি মিছে আরাধনা? জগতের মানুষ কি দেবতার ছলনার শিকার?

বেহুলা ॥ জানিনা, তবে দেবতার অনুসৃত পথে যদি মানুষ হাঁটে, দেবতার বিধিমতে সে হয় পাপিষ্ঠ–অথচ দেবতারা পাপহীন। দেবতার লীলা, মানুষের পাপ। লখিন্দর, পূণ্যবতী প্রমীলা নই আমি, তোমার চিতায় পুড়িনি বলে –তবে প্রায়শ্চিত্ত কম করতে হয়নি; দোহাই তোমার ঘরে ফিরে চল–

লখিন্দর ॥ ঘরে ফিরে যাবো? যেতে পারি, তবে বেহুলার পরিচয়ে নয়–

বেহুলা ॥ বাসর রাতের ক্ষণিক পরিচয়ে কতটুকু ভালোবেসেছিলে, জানিনা তোমার অন্তরের খবর। কিন্তু আমার ভালোবাসার খবর জানে

তোমার নির্বাক গলিত মাংস, হাড় আর গাঙুরের জল– !

চাঁদ ॥ থামো থামো ! শুনলাম স্বর্গের কথকতা। আজ আমি সিদ্ধি লাভ করেছি পাথুরে দেবতা পূজা করে, নিজেও হয়েছি পাষাণ। শোন দেবতা, জানলাম, লখিন্দরের প্রাণ তোমার করুণায় নয়। আজ আমি মানব ও দেবতার বিচারক– মানুষের সামাজিক বিধিমতে হবে দেবতার বিচার। আকাশের দেবতারা শোন, আমার অভিশাপ নাও, ঘৃণা নাও অন্তরের- মানুষের শ্রদ্ধার্ঘ্য নরকের আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক দাউ দাউ করে – স্বর্গরাজ্য পুড়ে যাক ধ্বংস হয়ে যাক– মানুষের হৃদয় থেকে চিরতরে মুছে যাক দেবতার গান। শোন বেহুলা, আমি কোনদিন পরাজয় বরণ করিনি– সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি মনসার ক্রোধের আগুনে–

বেহুলা ॥ বাবা–

চাঁদ ॥ থামো–তুমি আমায় ছোট করেছ জুলুমের কাছে, আমার আদর্শকে দিয়েছ জলাঞ্জলি, নিজেকে বিসর্জিত কওে, লাঞ্ছিত ভিখারিনীর

মত, ছুড়ে ফেলা করুণা কুড়িয়ে এনেছো স্বর্গ থেকে, তোমাকে ঘৃণা করি আমি –কেন তুমি মরতে পারনি–

বেহুলা ॥ বাবা, শুধু লখিন্দরের মমতায়, মানবিক বোধে–

চাঁদ ॥ মমতা-মানবিকবোধ! অথচ আমি পিতৃহৃদয় নামের শব্দটি শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলেছি।

স্বর্ণরেখা ॥ তুমি নিষ্ঠুর, তাই পারো হৃদয় উপড়াতে। আমার দিকে কখনো তাকিয়ে দেখেছে? কান পেতে শুনেছে কখনো এই বুকে রাত্রিদিন কি বিলাপ?

বেহুলা ॥ আমায় শাস্তি দিন বাবা, শুধু লখিন্দরকে গ্রহণ করুন-

চাঁদ ॥ বিবেককে বিদ্ধ করতে পারবো না আপনার শরে–জীবিত লখিন্দর আমার পরাজয়ের গ্লানি।

বেহুলা ॥ যার জন্যে বিসর্জন দিয়েছি সবকিছু–তাঁকে প্রতিষ্ঠার আনন্দ, আপনার কাছে ভিক্ষা চাই বাবা।

স্বর্ণরেখা ॥ ওগো তোমার দোহাই, বাছাকে আর কষ্ট দিওনা।

চাঁদ ॥ লখিন্দর যুদ্ধের বিজিত ফসল নয়, দেবতার কৌতুক– স্বর্গের ক্লেদ। দেবতার দান বলে মেনে নিতে হয়। হায় মা ধরণী, তোমার চাঁদের কপালে আজ কালিমার দাগ। বেশ, বেশ, বিবেকের নীল দংশনে দংশিত হতে পারি লাঞ্ছিতা ভিখারিণীর দান গ্রহণ করে, তবে লাঞ্ছিতা ভিখারিণী নয়। –লখিন্দর আসতে পারে, আসতে পারে ছয় পুত্র–বেহুলা, শুধু তুমি এসোনা–(বেগে প্রস্থান।)

স্বর্ণরেখা ॥ ওগো তুমি কি পাষন্ড, শুনে যাও, শোন–শুনে যাও–(প্রস্থান)

বেহুলা ॥ চোখে জল নাই কেন–কেন জল নাই –আমি কাঁদতে পারছি না কেন– লখিন্দর, বাবা আমাকে ঘৃণা করলো! তুমি দয়া করো।

লখিন্দর ॥ যদিও হৃদয়ে জ্বালা আছে, বুকের মধ্যে বিষাক্ত সরীসৃপের নিঃশ্বাস–যদিও তোমায় প্রাণ নিয়ে ঘৃণা করি –তবুও যাবার আগে বলে যাই প্রাণদানের জন্য কৃতজ্ঞ আমি...(প্রস্থান)(স্থবির বেহুলা দাঁড়িয়ে থাকে

অস্তবেলার ম্লান আলোকে তার অবয়ব ছায়ার মত মনে হয়। ছয় ভাই প্রবেশ করে)

২য় ॥ মহাদেব বেটা তো যা-তা-রে–

৩য় ॥ একেবারে জাত খাওয়া দেবতা–

সমবেত ॥ হা-হা-হা–

১ম ॥ বংশ গৌরব একেবারে ধূলায় মিশে দিতে চেয়েছিল নটী। ফষ্টিনষ্টি করে বীরাংগনা সেজেছে -থু-তোর মুখে ছিটাই–

৫ম ॥ মুখে দিসনে, মুখে দিসনে–দেবতার স্পর্শ আছে–

সমবেত ॥ হা-হা-হা–

১ম ॥ চল হে যাই–ক্লান্ত বীরাংগনাকে একটু একা থাকতে দে–

সমবেত ॥ হা-হা-হ–(সবার প্রস্থান)

বেহুলা ॥ কৃতজ্ঞতা! কি প্রয়োজন কৃতজ্ঞতা স্বীকারে? দু:খ নাই, চাইনা প্রতিদান কিছু সব কৃতজ্ঞতার সূত্র ছিন্ন হয়ে যাক–। আমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই শুধু ছলনার চোরাবালি! বুকের যেখানে ছিল সুজলা সুফলা গ্রাম, বাঁশী আর কোজাগরী চাঁদের গল্প, বৃক্ষের অংকুরোদগম উদরে পুরে নঁকশী

কাঁথার বুননি–একজন নারীর জীবন কাহিনী –ধূসরাভ মরু হয়ে গেল...। হায় লখিন্দর, তোমার কথা রবে ইতিহাস হয়ে, অথচ বীরাংগনা কখন বারাংগনা হলো সে কথা হবে না কারো জানার অবকাশ। বিধাতা, তুমি কি জানো, আমার গর্ভে যে শিশু বাস করে –এই পৃথিবীতে, সে কি পরিচয়ে হবে পরিচিত-মুক্ত মানব–নাকি জারজ সন্তান?